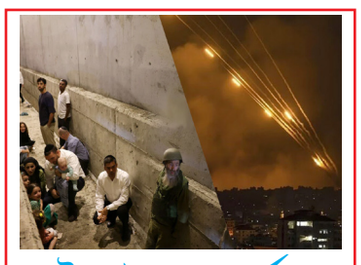

ইসরায়েলে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, বেজে উঠল সাইরেন

সারে-জমিন

নজির অভিষেকের ‘সেবাশ্রয়’-এ প্রায় ১১.৫০ লক্ষ মানুষ পেল সেবা

রূপসী বাংলা

ধর্ম বনাম অর্থনীতি: ঐতিহ্য, রূপান্তর ও ঐক্যের সন্ধানে

সম্পাদকীয়

বহু ভোটার কার্ড উদ্ধার হল নদিয়ার শান্তিপুরে

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২১ মার্চ, ২০২৫
৬ চৈত্র ১৪৩১
২০ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

৫৮ কোটি টাকা বোনাস পাচ্ছেন রোহিত-কোহলি-গম্ভীররা

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 78 ■ Daily APONZONE ■ 21 March 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

চারধামে অহিন্দুদের ‘প্রবেশ নিষিদ্ধ’ দাবি বিজেপি বিধায়কের

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডে মুসলিম বিরোধী প্রচার জোরকদমে অব্যাহত রয়েছে। এমনকি কেদারনাথের বিধায়ক আশা নৈতিয়াল, যিনি নারী ক্ষমতায়নের জন্য দীর্ঘদিনের কর্মী তিনি এই মুসলিম বিরোধী বক্তব্যের পুরোধা। তিনি দাবি করেন, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীতে অহিন্দুদের ঢুকে পড়া নিয়ে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

বিজেপি বিধায়ক বলেন, অহিন্দুরা মাংস এবং মদ খায়, যার ফলে চারধাম যাত্রার সময় এই মন্দিরগুলিতে আসা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। নৈতিয়াল সম্প্রতি রুদ্রপ্রয়াগে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর তিনি দাবি করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞার দাবি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অহিন্দুদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করর আর্জি জানিয়েছেন।

লন্ডন সফরের আগে রাজ্য চালাতে টিম গঠন মুখ্যমন্ত্রীর

মমতার অনুপস্থিতিতে রাজ্যে অশান্তির ষড়যন্ত্র হচ্ছে: কুনাল

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছেন।

পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমার, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (ভূমি) বিবেক কুমার এবং অর্থ সচিব প্রভাত মিশ্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজকর্মের তদারকি করবেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমের মতো প্রবীণ মন্ত্রীরা আমলাদের সঙ্গে সমন্বয় করে সরকার সুষ্ঠুভাবে চালাবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে তারা তার পুরো সফরে তার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা সুব্রত বক্সী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমালোচকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাঁরা বিশ্ব মঞ্চে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন।

আমরা যখন সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম, তখন আমাদের সম্পর্কে একটি মিথ্যা বক্তব্য ছড়ানো হয়েছিল,

যেন ‘বাংলা’ নিজেই একটি নেতিবাচক অর্থ বহন করে।

মানুষকে বুঝতে হবে যে মহারাষ্ট্র যদি ভারতের আর্থিক রাজধানী হয়, তবে বাংলা তার সাংস্কৃতিক হৃদয়ভূমি। রাজনৈতিক বিরোধীরা তাঁর সরকার সম্পর্কে মানহানিকর ই-মেল ছড়িয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিদেশ থেকেও এসব বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

আমাদের শত্রুরা কি মনে করে ভারতের বাইরে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই? বাংলার সুনাম ক্ষুণ্ণ বরদাস্ত করা হবে না। আপনি চাইলে আমাকে অপমান করতে পারেন, কিন্তু বঙ্গমাতাকে অপমান করবেন না।

মন্ত্রিগোষ্ঠী ও টাস্ক ফোর্স গঠনের বিষয়ে মমতার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, “সূত্রের খবর অনুযায়ী, লন্ডন সফরে কিছু বাংলা বিরোধী শক্তি অশান্তি পাকানোর ছক কষছে, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্সফোর্ড ভাষণ নিয়ে। তারা ঈর্ষান্বিত এবং রাজনৈতিকভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ।

কুনাল ঘোষের অভিযোগ, মমতার অনুপস্থিতিতে বাম, অতি-বাম ও বিজেপির একাংশ রাজ্যে অশান্তি ছড়াতে ষড়যন্ত্র করছে।

বাম, অতি-বাম ও বিজেপি সমর্থকদের একাংশ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী একটি মর্যাদাপূর্ণ আমন্ত্রণে সাড়া দিচ্ছেন। আর সেই অনুষ্ঠানে তারা বাংলাকে অপমান করার চেষ্টা করবে, মিথ্যা অভিযোগ ছড়িয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলবে। নিজেদের মধ্যে কারও কারও বার্তা অনুযায়ী, বাংলার নেতিবাচক খবরের জন্য তারা ‘কিছু করার’ চেষ্টা করছে। তারা যদি এমন ষড়যন্ত্র করে তাহলে বাংলার মানুষ আগামী নির্বাচনে তাদের যোগ্য জবাব দেবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জোর দিয়ে বলেন যে বাংলায় নির্বাচন কঠোর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

তিনি বলেন, ভোট প্রক্রিয়া কমিশনার মনিটরিং করেন। কোনও কারচুপি নেই, শুধু দুষ্কৃতীরা অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। বামপন্থী, অতি বামপন্থী উপদল ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো তার সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, তারা ভিন্ন মনে হতে পারে, কিন্তু তারা একই এজেন্ডা ভাগ করে।

বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হিংসার কোনও স্থান নেই বলে দাবি করে মমতা ঘোষণা করেন, “এর একমাত্র উত্তর হল জনগণের রায়। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেছিল, ২৭ মার্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলার জন্য মমতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিরোধীরা এই ঘোষণাকে একটি কলেজের আমন্ত্রণ হিসাবে উপহাস করেছিল, শিক্ষার মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্র নয়।

অবশেষে সমগ্র শিক্ষা মিশনের কম্পোজিট গ্রান্ট পেতে চলেছে রাজ্যের স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অবশেষে সমগ্র শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে কম্পোজিট গ্রান্টের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ পেতে চলেছে রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি। বৃহস্পতিবার সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ২১ টি জেলার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং স্কুল মিলিয়ে মোট ৮০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম্পোজিট গ্রান্টের দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বারো হাজার পাঁচশ টাকা পেতে চলেছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছর শেষ হতে চললেও এরাজ্যের সরকার স্বীকৃত ও অনুদান প্রাপ্ত হাই মাদ্রাসা, সিনিয়ার মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র (এমএসকে) গুলি কম্পোজিট গ্রান্ট-এর টাকা কবে পাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ প্রাথমিক স্কুল গুলি তাদের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে প্রথম কিস্তি হিসাবে কম্পোজিট গ্রান্টের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ পেয়েছিল । চলতি মার্চ মাসের ৫ তারিখ প্রাথমিক স্কুল ও এসএসকে গুলির জন্যও কম্পোজিট গ্রান্টের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ প্রদান করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল সমগ্র শিক্ষা মিশনের (এসএসএম) তরফে । গত কয়েকমাস আগে এবং চলতি মাসে দু’দফায় স্কুল গুলি কম্পোজিট গ্রান্টে’র অর্ধেক করে টাকা পেলেও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসা গুলি বা মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় সংখ্যালঘু মহলে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছিল, ধোঁয়াশার মধ্যে ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকরা। ‘আপনজন’ পত্রিকায় সেই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

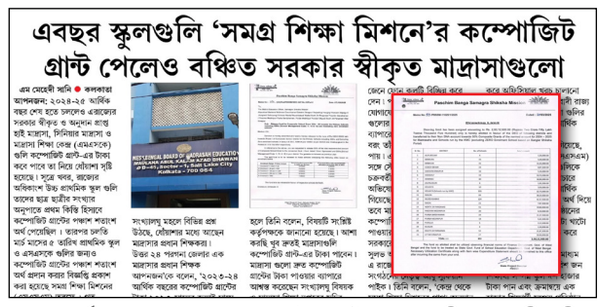

এবছর স্কুলগুলি ‘সমগ্র শিক্ষা মিশনে’র কম্পোজিট গ্রান্ট পেলেও বঞ্চিত সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলো

১১ মার্চ, ২০২৫, ‘আপনজন’। (ইনসেটে) সদ্য জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি

অবশেষে মাদ্রাসাতেও কম্পোজিট গ্রান্টে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হলো। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম জানান ৮০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬০০টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং কিছু কেএমসি স্কুল রয়েছে। এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন। তিনি বলেন, মাদ্রাসার সামগ্রিক উন্নয়নে এই অর্থ কাজে লাগবে। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম বলেন, ৮০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬০০টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং কিছু কেএমসি স্কুল রয়েছে। তবে এই প্রথমবার সমগ্র শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে একক বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে কম্পোজিট গ্রান্টের অর্থ স্কুল এবং মাদ্রাসাকে একইসঙ্গে প্রদান করা হবে। জানা গিয়েছে এর আগে পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলিকে কম্পোজিট গ্রান্ট প্রদান করা হতো। মাদ্রাসাগুলির ফান্ড পেতে বিলম্বে হলেও নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষা মহলের বিদ্বজ্জনের মতে আগামীতে স্কুলগুলো কম্পোজিট গ্রান্ট পেলে মাদ্রাসাগুলোও একইসঙ্গে কম্পোজিট গ্রান্ট পাবে। তবে মাদ্রাসা গুলোর দ্রুত কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা না পাওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এ রাজ্যের প্রতি বিমাত্রী সুলভ আচরণকেই দায়ী করে প্রথম সরব হয়েছিলেন রাজ্যের তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ান পাইক। ফান্ডের ঘোষণা হতেই তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

৩ মাসের মধ্যে ওবিসি সমীক্ষা সম্পন্ন করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার: কি বলছেন বিশিষ্টজনরা

রাজ্যের ৭৭টি ওবিসি গোষ্ঠীকে কলকাতা হাইকোর্ট বাতিল করার পর সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে বলেছে আগামী তিন মাসের মধ্যে ওবিসি নিয়ে নতুন করে সমীক্ষা করার রিপোর্ট পেশ করবে তারা। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট ওবিসি বাতিল মামলার রায়ে বলেছিল, নতুন করে ওবিসি সমীক্ষা করা নিয়ে বাধা নেই। তা নিয়ে ‘আপনজন’-কে অভিমত জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। তা তুলে ধরেছেন সাংবাদিক **এম মেহেদি সানি**।

ওবিসি ইস্যু নিয়ে সংখ্যালঘু সমাজে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে

ওবিসি বাতিল নিয়ে হাইকোর্টের রায় আসার পর পরই প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল (PIB) রাজ্য সরকারের কাছে ওবিসি সমস্যা সমাধান করার জন্য আবেদন রেখেছিল। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি মেনে, দ্রুততার সাথে, উপযুক্ত সার্ভে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা সামাজিক ন্যায়কেই প্রতিষ্ঠা করে। এই মুহূর্তে ওবিসি ইস্যু নিয়ে সংখ্যালঘু সমাজে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। রাজ্য সরকার যদি সদর্থকভাবে বাদ পড়ে যাওয়া এই সকল গোষ্ঠীকে পুনরায় ওবিসি তালিকায় ফিরিয়ে এনে এই সকল অনগ্রসর শ্রেণীর সামনে পুনরায় উচ্চশিক্ষা ও চাকরির সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয় তাতে বাংলার সংখ্যালঘু সমাজে রাজ্য সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

মানাজাত আলী বিশ্বাস
সভাপতি, প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়াল অফ বেঙ্গল

এই রায় কার্যত মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী

সারা দেশ জুড়ে আদিবাসী দলিত খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষজনের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে আরএসএস-বিজেপি। দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সংবিধান বিরোধী অপকর্ম তারা চালাতে পারছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও বিচারবিভাগের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে। লোকসভা নির্বাচনের সময় কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের রায় যথেষ্ট সন্দেহজনক। এই রায় কার্যত মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী। এই রায় একই সঙ্গে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ বিরোধীও বটে। মোদি-অমিত শাহ এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপন বন্ধুদের বাংলার মানুষ পরাজিত করবেই।

ছোটন দাস *সাধারণ সম্পাদক, বন্দি মুক্তি কমিটি*

বাস্তবায়নই এই সমীক্ষার প্রকৃত সাফল্য নির্ধারণ করবে

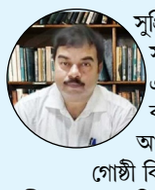

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওবিসি সংক্রান্ত নতুন সমীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে। তবে, এই সমীক্ষাটি আরও যথাযথ ও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যাতে কোনও গোষ্ঠী বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিমরা অবহেলিত না হয়। অতীতের ভুল এড়িয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করাই সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম
কবি ও প্রাবন্ধিক

আরএসএস-বিজেপির বিদ্বেষের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না

দেশে-বিদেশে ইসলাম বিদ্বেষের শিল্পায়ন হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় তার প্রমান। এই রায় বাতিল করা উচিত। ওবিসি শব্দের পুরোটা হলো আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি, আদার ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট নয়। হিটলারের শাসন ১৫ বছরও স্থায়ী হয়নি, মনুবাদী আরএসএস-বিজেপির ঘৃণা বিদ্বেষের (যা আসলে গরিব বিদ্বেষ) শাসনও দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

ভানু সরকার *মানবাধিকার কর্মী*

আশা করছি রাজ্য সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে

ওবিসি যে বাতিল হয়েছে এক দিনে বাতিল হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টে প্রায় এক যুগ প্রায় ধরে মামলা চলেছে। সে সময় যদি কলকাতা হাইকোর্টে সেই ধরনের উকিল দিয়ে যে সমস্ত ঘাটতি আছে সেগুলি পূরণ করে নিতেন তাহলে হয়তো এই দিন দেখতে হত না। কলকাতা হাইকোর্ট যখন বাতিল করেছে তখন একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছিল যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস-এর যে আইন আছে সেই অনুযায়ী সার্ভে হয়নি বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতদিনও সময় লাগত না যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রকৃত সমীক্ষা করে সত্যিই যাদের ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার কথা তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে দিত, তাহলে এতদিন সমাধান হয়ে যেত। আমি আশা করছি রাজ্য সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

নওশাদ সিদ্দিকী *বিধায়ক, ভাঙড়*

গণহারে ওবিসি সার্টিফিকেট অর্জন করা সবচেয়ে জরুরি

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই ওবিসি মানুষের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি। সেটা নিশ্চয় মুখের কথায় নয়। সবটাই তথ্য ভিত্তিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ওবিসি সংখ্যা যথেষ্ট জটিল। কারণ, রাজ্যে এমন অনেক ওবিসি মানুষ আছেন, হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র নেতারা যাদের জেনারেল ক্যাটাগরিতে ঢুকিয়ে রেখেছে সংবিধান প্রকাশের পরে থেকেই। ফলত, এই ধরনের মানুষ গুলো মনে করেন তাঁরা বুঝি সমাজের উচ্চ জাতির। বলতে দ্বিধা নেই, জাতি গণনা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারাই সব চেয়ে বড় বাধা। রাজনৈতিক ও গণ সংগঠনের নেতারা সেই সমস্ত মানুষদের কোনোদিন সচেতন করেনি। ফলে জাতি গণনার ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের পিছিয়ে পড়া বা ওবিসি মানুষের সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা গেলেও বাংলায় সেটা হওয়া মুশকিল। অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় এটা। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

রাজ্যে মাহিষ্য জাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। বাস্তবে এরা কৈবর্ত সম্প্রদায়। কৈবর্ত দু ধরনের। হেলে অর্থাৎ চাষী কৈবর্ত আর জেলে কৈবর্ত। জেলেরা সিডুল কাস্ট। আর চাষীরা ওবিসি। সরকারি খাতায় কোটি কোটি চাষি কৈবর্ত এর মধ্যে ওবিসি সার্টিফিকেট হোল্ডারের সংখ্যা এক লাখ ও নয়। ফলত, রাজ্যে নতুন করে ওবিসি সমীক্ষা হলেও সঠিক তথ্য উঠে আসবে না। তাই গণহারে ওবিসি সার্টিফিকেট অর্জন করা বা করিয়ে দেওয়া সব চেয়ে বেশি জরুরি।

মানিক ফকির *লেখক ও গবেষক*

সমীক্ষা হবে, ওপেন হেয়ারিং হবে, তারপর লিস্ট হবে

হাইকোর্ট যেটা বলেছিল যে, এটা নতুন করে হেয়ারিং করে সবারটা শুনতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ লিস্ট তৈরি করে তারপর কোটা ঠিক করতে হবে। এটা কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার ছিল। সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, এখনো রায় পাওয়া যায়নি। বারবার হেয়ারিং হচ্ছে কখনো পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ওবিসি কোটা সমস্যার কারণে বহু নিয়োগও আটকে আছে। আমি এ ব্যাপারে বহু চেষ্টা করেছি, আমি রাজ্যের চিপ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেছিলাম, পিবি সেলিম সাহেবও ছিলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সেক্রেটারিও ছিলেন, বিকল্প পদ্ধতিতে পুনরায় সমীক্ষা করে ওবিসি সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেনে ভালো লাগছে, মুখ্যমন্ত্রীও যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই সমাধান হবে। সমীক্ষা হবে, ওপেন হেয়ারিং হবে, তারপর লিস্ট করা হবে।

হুমায়ুন কবির *বিধায়ক, ডেবরা*

রাজ্য সরকার যে নতুন সময় চেয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ

ওবিসি নিয়ে রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ গুলো নিয়েছিল সেটা উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল রাজ্য সরকারের যে সব থেকে বড় ভূমিকায় এখানে যে সকলের জন্য সমান সুযোগ বলতে সকলে তো সমান নয়। ফলে যারা পিছিয়ে আছে তাদের বেশি সুযোগ দিয়ে যাতে সমাজে একটি সমতা আনা যায় সেই চেষ্টা রাজ্য সরকার করেছিল। সেক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়েছে বলে অভিযোগ গুলো হয়েছে সেইখানে কিন্তু কোট এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের যে নিয়োগ বা যে নিয়োগ গুলো হয়েছে তাকে বাতিল করে দেয়নি। রাজ্য সরকারকে রিভিউ করতে বলেছে নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চেয়েছে এবং রাজ্য সরকার সেটা করতে চেয়েছে। এর ফলে যেটা হচ্ছে যে সরকারি দপ্তরে বড়সড় নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে যাচ্ছে রাজ্য সরকার চেষ্টা করেছিল নিয়োগ করার জন্য। আর সে কারণে কোর্টের ভৎসনা শুতে হয়েছে। ফলে রাজ্য সরকার যে নতুন করে সময় চেয়েছে কোর্টের কাছে সেটা একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজ্যসরকার যে ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টা সেটা ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবে এবং কোটও সেই ন্যায়ের দৃষ্টিতেই দেখবেন। যেহেতু কোর্টই সংবিধানের রক্ষাকর্তা ফলে রাজ্য সরকার ন্যায়ের জন্যেই যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আশা করা যায় কোর্টও তা আর বাতিল করবে না।

প্রদীপ্ত মুখার্জি *অধ্যাপক*

হাইকোর্ট রায়ে বলেছিল ফের সার্ভে করতে পারে রাজ্য

নতুন করে সমীক্ষা করার অর্থ এটাই মনে হচ্ছে রাজ্য সরকার কি বকলমে কলকাতা হাইকোর্টের অভিযোগকে মেনে নিল? যখন হাইকোর্টের অভিযোগ মেনেই নিল, তখন সুপ্রিম কোর্টে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ কি রইল। হাইকোর্টের প্রধান দুটি অভিযোগ ছিল। একটি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে, অন্যটি সার্ভে ঠিকঠাক হয়নি। যদিও হাইকোর্ট বলেছিল নতুন করে সার্ভে করায় কোনও বাধা নেই। হাইকোর্ট তার রায়ে যেহেতু বলেছিল, সমীক্ষা ঠিকঠাক হয়নি, তাহলে বকলমে হাইকোর্টের রায়কে মেনে নিল। এতে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার গুরুত্বটা কি কমে গেল না?

জিম নওয়াজ
সমাজকর্মী

ইচ্ছাশক্তির অভাবে সমীক্ষার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে

সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উপর সমীক্ষার বিষয়টি মিথ্যা ও প্রতারণামূলক বলে মনে হচ্ছে। যার লক্ষ্য হল অসহায় সংখ্যালঘুদের বোকা বানানো। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সামনে আইনগত বিষয় এবং সাংবিধানিক কাঠামোর উপর যুক্তি উপস্থাপনে ব্যর্থতার পরোক্ষ স্বীকারোক্তির পাশাপাশি সরকারের সদিচ্ছা এবং ইচ্ছাশক্তির অভাবের কারণে সমীক্ষার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে।

মোতাহার হোসেন
আইনজীবী

শিক্ষিত যুব সমাজের ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়

গত বছর ৫ই আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে প্রথম ওবিসি মামলা উঠলো, আর তখন রাজ্য সরকার কেনই বা বলল না যে তিন থেকে পাঁচ মাস সময় দিন তাহলে সমাধান করে দেবো। আসলে ওবিসি সমস্যা সমাধানের নামে রাজ্যের শিক্ষিত যুব সমাজের ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তিন মাস পরে হয়তো বলবে হুজুর আরও তিন মাস সময় দিন, তারপর পুজোর ছুটি আর তারপর ভোটের নোটিফিকেশন, এই ভাবেই শিক্ষিত সমাজকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিতে চান।

কামাল হোসেন
শিক্ষাবিদ

সামনে ভোট, মন ভোলানো প্রক্রিয়া কিনা বোঝা যাচ্ছে না

সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে মুসলমান ছেলেমেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,হাকিম মোক্তার হবে - অসম্ভব। শুরু হয় চক্রান্ত। চক্রান্তকারী কে বা কারা তা নিয়েও খুব একটা গবেষণার দরকার নেই। এখন কোর্টের অধীনস্থ একটি বিষয়ের ওপর আবার নতুন করে সমীক্ষা করা হবে। সামনে ভোট, এটা মন ভোলানো প্রক্রিয়া কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সম্ভাবনা প্রবল এটুকু বলতে পারি। বেশি কিছু আশা না করে দেখা যাক কি হয়!!

মুজিবর রহমান *তথ্যচিত্র পরিচালক*

প্রথম নজর

গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ওঝা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গৃহবধূকে সুস্থ করার নামে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক ওঝার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ওঝা গোপাল চ্যাটার্জিকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের পান বরই গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ ঘোষের বাড়িতে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যাতায়াত ছিল অভিযুক্ত ওঝা গোপাল চ্যাটার্জির (বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর)। বুধবার দুপুরে মদ্যপ অবস্থায় গৃহবধূর শারীরিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাকে সুস্থ করার নাম করে অসভ্য আচরণ করে গোপাল চ্যাটার্জি। গৃহবধূর স্বামী এই ঘটনা হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, গোপাল চ্যাটার্জির বাড়ি বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের এলাকার পারুলিয়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত গোপাল চ্যাটার্জি দাবি করেছে যে, সে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে আসছে এবং বহু মানুষের উপকার করেছে। তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করেছে সে। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে কালনা আদালতে পাঠিয়েছে।

ফার্মাসিস্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ‘দুয়ারে ট্রেনিং’

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ ফার্মেসি কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৯ ও ২০ মার্চ রায়গঞ্জ পলিটেকনিকে হল নিবন্ধিত ফার্মাসিস্টদের জন্য বিশেষ আপগ্রেডেশন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সরকারি পরিষেবার মতোই এবার ফার্মাসিস্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিক ফার্মাসি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মানোন্নয়ন। প্রশিক্ষণে ফার্মাসির নীতিমালা, প্রযুক্তি ও সেবার উন্নত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ফার্মাসিস্টদের মর্যাদা ও দায়িত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই প্রশিক্ষণ কাজের বলে ধারণা আয়োজকদের।

ঈদের বাড়তি ট্রেনের দাবি মেডিকেল ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ঈদের সময় মানেই মুর্শিদাবাদ-মালদহ- বীরভূম সেই প্রতিবেশী কয়েকটি জেলার রেলযাত্রীদের দুর্বিষহ রেল যাত্রা। শিয়ালদহ, লালগোলা এবং হাওড়া-আজিমগঞ্জ রেলপথে উৎসবের নরসুমে বাদুড় ঝোলা হয়েই ঘরে ফিরতে হয় সাধারণ যাত্রীদের। বিশেষ করে অনেক দূরের রাজ্য থেকে ট্রেনে হাওড়ায় ফিরে পরিযায়ী শ্রমিকদের কয়েক ঘন্টার এই রেলপথ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়ে ওঠে বলেই দাবি পরিযায়ী শ্রমিকদের।
ফলে এইবার'পরিযায়ী শ্রমিকসহ অনন্য যাত্রীর জন্য রেলমন্ত্রকের নিকটে শিয়ালদহ এবং হাওড়া রেলপথে ঈদের আগে বিশেষ ট্রেন দেওয়ার লিখিত আবেদন জানালো মেডিকেল ছাত্র সংগঠন। ওই সংগঠনের দাবি কোলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য দূরদূরান্তের থেকে হাজার
হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ট্রেনে ফেরেন রমজান মাসে। আর এই সময় লম্বা সফরে অনেককেই দাঁড়িয়ে ফিরতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা ভারতীয় রেল মন্ত্রকসহ শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশন্যাল ম্যানেজারের কাছে আবেদন জানিয়েছি ঈদ স্পেশাল অতিরিক্ত ট্রেন এবং পরিমিত সংখ্যায় জেনারেল কামরা বাড়ানোর জন্য। মেডিকেল ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাউস ফিজিশিয়ান ডাঃ সানাউল্লাহ আহমেদ চিঠিতে বলেন ঈদ -উল-ফিতরের আগে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর রুটে ঈদ স্পেশাল ট্রেন এবং অতিরিক্ত জেনারেল কামরা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে চিঠিতে বলেছেন, ‘রমজান মাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ পরিবারের সঙ্গে উৎসব পালন করতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের দূরদুরান্ত থেকে পরিযায়ী শ্রমিক সহ অনেক চাকুরীজীবী ও ছাত্রছাত্রীরা ঘরে ফেরে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অনুরোধ করেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভেবে একই দাবিতে সবর হয়েছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাহ্ নাসিম ও মোল্লা জসিমউদ্দিন তাদের দাবি “তিন দিন চার দিনের লম্বা ট্রেন সফরের পর হাওড়া অথবা শিয়ালদহ থেকে মুর্শিদাবাদ মালদা বীরভূমের শ্রমিকদের ইদের সময় ঘরে ফিরতে গিয়ে পাঁচ ছয় ঘন্টা ট্রেনে দাঁড়িয়ে ফিরতে হয়। অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদেরও ওই সময় নাজেহাল হতে হয় ঘরে ফিরতে গিয়ে। ফলে আমরা ভারতীয় রেল মন্ত্রকের কাছে যৌথভাবে লিখিত আবেদন জানিয়েছি ওই সময়ে এই দু'টি রেলপথে বিশেষ ও অতিরিক্ত ট্রেন এবং জেনারেল কামরা দেওয়ার জন্য।” যাত্রীদের বড় একটা অংশের দাবি, “পুজোর সময় স্পেশাল ট্রেন , গ্রীষ্মকালে স্পেশাল ট্রেন,হোলিতে স্পেশাল ট্রেন তাহলে ঈদের সময় বিশেষ ট্রেন নয় কেন?”

সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য হোস্টেল চালু হাইমাদ্রাসায়

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দীর্ঘদিনের মানুষের দাবি ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য হোস্টেল চালু করার। সেই দাবি মেনে প্রশাসনের তরফ থেকে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের পেমা ভক্তিপুর কে এস হাই মাদ্রাসায় সূচনা হল সংখ্যালঘু ছাত্র হোস্টেলের।
এদিন ফিতা কেটে হোস্টেলের উদ্বোধন করেন তৃণমূলের জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম ও জেলা পরিষদের সদস্য মার্জিনা খাতুন। সংখ্যালঘু দপ্তরের ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ৫০ আসন বিশিষ্ট এই হোস্টেল নির্মিত হল।
হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সুদীপ সিনহা বলেন ছ'টি হোস্টেল রুম,একটি ডাইনিং হল, রান্নাঘর,শৌচালয় ও নাইটগার্ড রুমের পাশাপাশি কম্পিউটার ল্যাব ও স্মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন হল। এতে অনেক ছাত্র উপকৃত হবে।শুধু থাকা নয় খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই হস্টেলে।

রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে সমস্যা নিয়ে সম্মিলিত পরিদর্শন হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ক্যারিরোড থেকে গড়ফা খেজুরতলা পর্যন্ত নতুন ব্রিজ নির্মাণের ফলে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য হাওড়া পুরসভার দক্ষিণ হাওড়া ও শিবপুর বিধানসভা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি নালার বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে বুধবার পুরসভার মুখ্য প্রশাসক সরেজমিনে হাওড়া জেলা প্রশাসনের সকলকে নিয়ে এক বিশেষ পরিদর্শন করেন। বর্ষায় জল জমার যন্ত্রণা-দূর্ভোগ থেকে মানুষকে রেহাই দিতেই এদিনের ওই পরিদর্শন বলে জানা গেছে। হাওড়া জেলা প্রশাসন, পুলিশ, পুরসভা, জাতীয় সড়ক, সিইএসসি সহ অন্যান্যরা মিলে এদিনের এই যৌথ সম্মিলিত

পরিদর্শন হয়। এই বিষয়ে হাওড়ার পুর প্রশাসকমন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এদিন হাওড়া পুরসভা, জেলাশাসক, হাওড়া সিটি পুলিশ, ন্যাশানাল হাইওয়ে, আরবিএনএল, সিইএসসি সকলে মিলে একটি যৌথ পরিদর্শন করা হলো। মুলত এলিভেটেড করিডোর করতে গিয়ে কিছু জায়গায় নর্দমা আটকে গিয়েছে। কোথাও নর্দমা চওড়া করা প্রয়োজন। পুলিশের দিক থেকে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা কি নেওয়া হবে এসব নিয়েই এদিন বিশদে আলোচনা হয়েছে। এই কাজ শুরু হলে মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে শুরু থেকে গড়ফা ছাড়িয়ে প্রায় ৪ কিমি. এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।

নজির গড়ল অভিষেকের ‘সেবাশ্রয়’! প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ মানুষ পেল স্বাস্থ্য সেবা

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ হওয়ার পর শুরু থেকেই আমজনতার সুবিধার্থে একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারের এই সাংসদের নেতৃত্বেই শুরু হয়েছে ‘এক ডাকে অভিষেক ‘থেকে শুরু করে ‘সেবাশ্রয়’র মত জনপ্রিয় কর্মসূচি। সেবাশ্রয় এর প্রথম ইনিংসে ব্যাপক সাফল্য লাভের পর ফের শুরু হয় ‘সেবাশ্রয়’র দ্বিতীয় মেগা কর্মসূচি। অভিষেকের নেতৃত্বে সেবাশ্রয়ের জয়জয়কার রবিবার অর্থাৎ ১৬ মার্চ ‘সেবাশ্রয়’র দ্বিতীয় মেগা ক্যাম্পের সূচনা হয়, ২০ মার্চ পর্যন্ত এই ক্যাম্প শেষ হয়। টানা পাঁচদিন ধরেই রাজ্যের অসুস্থ মানুষদের সেবার কাজে নিযুক্ত ছিল সেবাশ্রয়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সাতটি বিধানসভা এলাকায় এই মেগা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। জানা যায়, দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ক্যাম্পের সংখ্যা ২৭২টি। তার মধ্যে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার মধ্যে প্রায় ৪১ টি সেবাশ্রয় মেগা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি চলেছিল এই শিবির। সূত্রের খবর, দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত

ক্যাম্পের প্রথম দিনেই ভালই সাড়া ফেলেছি প্রায় ৩৫ হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল বলে জানা যায়। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১.৫০ লাখ এর উপর মানুষ উপকৃত হয়েছেন সেবাশ্রয়ের হাত ধরে। এককথায় বলা যায়,পশ্চিমবঙ্গে এক ‘মাইলস্টোন’ সৃষ্টি করেছে সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মাস্টারপ্ল্যান ‘সেবাশ্রয়’। কেবলমাত্র ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় এলাকার সাধারণ মানুষজনই উপকৃত হয়েছে শুধু এটা নয়, রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে চিকিৎসার প্রয়োজনে সেবাশ্রয়ের ক্যাম্পে (Medical Camp) ছুটে এসেছেন বহু মানুষ। এমনকি, দ্বিতীয় দফার প্রথম দিনেই অন্য জেলা থেকেও ডায়মন্ড হারবার মডেল সেবাশ্রয় ক্যাম্পে আগত চিকিৎসা নিতে আসার জন্য অভিষেকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আমজনতা। নতুন রেকর্ড প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের শুরুতেই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সেবাশ্রয়’ স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন। কোনও রাজনৈতিক রঙ বিচার না করেই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ সকল স্তরের মানুষকে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখন তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে একের পর এক শিবিরে ভিড় জমায়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ৭০ দিনের সেবাশ্রয়ের পর মেগা ক্যাম্প শুরু হয়েছিল গত রবিবার। সাতটি বিধানসভাতেই একসঙ্গে চলেছে এই শিবির।এই মেগা ক্যাম্পের শুরুতে সাংসদ হঠাৎ করে হাজির হয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায়, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি তিনি খোঁজখবর নেন রোগীদের শারীরিক অবস্থার।ডায়মন্ড হারবারের ৭টি বিধানসভা এলাকায় একযোগে মেগা ক্যাম্প চলেছে। এই মেগা ক্যাম্প আসলে ৭০ দিনের ফলো-আপ শিবির। উল্লেখ্য, ৭০ দিনের ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার ২২৬ জন সহ সেবাশ্রয় দ্বিতীয় শিবিরের মেগা ক্যাম্পেও প্রায় ১লক্ষ জন। এই বিধান সভার পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লক বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে চাঁদা নয়া পাড়া স্কুল মাঠে সেবাশ্রয় সেকেন্ড ইনিংসে শেষ দিনে সকাল থেকে ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে,আস্তে আস্তে যত বেলা বাড়তে থাকে ততই মানুষের ঢল নামে। এই নিয়ে এলাকার কিছু সাধারণ মানুষ সেবাশ্রয় ক্যাম্পে চিকিৎসা করতে এসে তারা জানান সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কেনোনা এই সেবাশ্রয় ক্যাম্প থেকে ফ্রি তে সব রকম চ্যাকাপ করা ও ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি সঙ্গে নামি দামি ঔষুধ পাওয়া সত্যি খুব আনন্দের ব্যাপার।

দলবদল করায় হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ, নবগ্রামে পঞ্চায়েত সদস্যাকে হুমকির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের থানায়। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে দলবদলের পর হুমকির অভিযোগ তুললেন এক মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যা। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই তৃণমূল নেতাদের তরফ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় নবগ্রামের পাঁচগ্রাম অঞ্চলের হাটপাড়ার ২৩ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা কমলা বিবি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর থেকেই তৃণমূল নেতাদের একাংশ তাকে হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে নবগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
কমলা বিবি গত বছর আগস্ট মাসে

কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। তার দাবি, তৃণমূল নেতৃত্ব সেই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ করেনি। ফলে তিনি আবারও কংগ্রেসে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং বুধবার কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। তবে অভিযোগ, কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা তাকে হুমকি দিতে আসেন। এমনকি, তারা তার বাড়িতেও গিয়ে হুমকি দেন বলে দাবি কমলা বিবির। নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি নবগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া, “এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেউ তাকে হুমকি দেয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে এসেছিলেন, আবার চলে গেছেন। এখন রাজনীতি করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।” কমলা বিবির এই অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে নবগ্রাম থানার পুলিশ। পুরো বিষয় খতিয়ে দেখছে।

জেলার মধ্যে চুঁচুড়া হাসপাতালে প্রথম বসল তরল অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে বসলো লিকুইড অক্সিজেনের ১৩০০ লিটারের ট্যাংক।
লিকুইড অক্সিজেন (তরল অক্সিজেন) ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে সদর হাসপাতাল ও রোগীদের জন্য প্রভূত উপকার হবে। সর্বপ্রথম অবিচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহ করতে সুবিধা হবে
একটি হাসপাতালে ১৩০০ লিটারের লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক হাসপাতালকে দীর্ঘ সময় ধরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।
বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা অক্সিজেন সিলিন্ডারের ঘাটতির সময়ও অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংকে বড় পরিমাণ অক্সিজেন কম জায়গায় সংরক্ষণ করা যায়, যা প্রচলিত সিলিন্ডারের তুলনায় বেশি কার্যকর। সাধারণত অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিবহন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন কমে যাওয়ায় খরচ সাশ্রয় হবে।বারবার অক্সিজেন ভরার ঝামেলাও কমে যাবে , এতে হাসপাতালে সর্বক্ষণ সুরক্ষিতভাবে অক্সিজেন সরবরাহ হবে এবং রোগীদের নিরাপদে রাখা যাবে এছাড়াও বারবার সিলিন্ডারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে উঠবে।

এছাড়াও রোগীদের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU), জরুরি বিভাগ এবং অক্সিজেন থেরাপির রোগীদের জন্য অবিচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে বলেই জানা যাচ্ছে।
শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছেন এমন রোগীদের তাত্ক্ষণিক অক্সিজেন সরবরাহ করা যাবে
COVID-19, COPD, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত রোগীরা আরো উন্নতমানের চিকিৎসা পাবার আশা রাখতে পারবেন, জরুরি অবস্থা বা মহামারির সময় অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা সহজেই পূরণে সক্ষম হয়ে উঠবে।
এছাড়াও দ্রুত অক্সিজেন সরবরাহের জন্য আলাদা পাইপলাইন সিস্টেম ব্যবহার করা হওয়ার কারনে রোগীদের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে।
এর সাথে সাথে তরল অবস্থায় সংরক্ষণ করায় অক্সিজেনের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে, যা রোগীদের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর।
সবমিলিয়ে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ১৩০০ লিটারের লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা আরও আধুনিক ও কার্যকর হয়েছে। রোগীরা দ্রুত, নিরাপদ ও অবিচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহ পাবে, যা রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করায় পঞ্চায়েত প্রধান সংবর্ধিত ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২৪ - ২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ অর্থ খোরচরের নিরিখে জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল ব্লকের ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত ।সেই আনন্দে পঞ্চায়েতের সকল জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কর্মীদের উপস্থিতে পঞ্চায়েত প্রধান সাখিনা বিবি কে ফুলের তোড়া ও মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতের সভা ঘরে।
এদিন সংবর্ধনা পেয়ে খুশি প্রধান সাখিনা বিবি,তিনি বলেন আমার পুরো পঞ্চায়েত বোর্ড ও অফিস কর্মীরা সাহায্য না করলে হয়তো জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করতে পারতাম না ।এই খুশির মুহূর্তটা শুধু আমার নয়,এই খুশি সকলের। আগামী বছর যেনো আবারও প্রথম স্থান অর্জন করতে পারি সেই চেষ্টা করব বলে জানান পঞ্চায়েত আধিকারিক।
অঞ্চলের একাধিক প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে যেমন রাস্তা , প্রতিক্ষালয়,সজল ধারা,সোলার পাম্প,সোলার লাইট, হাই ড্রেন সহ রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজ করা হয়েছে।যার কারণে জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত বলে প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মণ্ডল জানান।
তিনি আরো বলেন আমাদের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের সহযোগিতা সহ এলাকাবাসীদের ভালোবাসার পাশাপশি আমাদের সকল পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রচেষ্টায় জেলার সেরা পঞ্চায়েতের পুরস্কার পাচ্ছে রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের ইফতার মজলিশ

মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালতলা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইফতার মজলিস।
যেখানে বিশ্ব শান্তি,সম্প্রীতির দুয়ার পাশাপাশি গাজা'য় ইসরায়েলি হামলায় নিহতদেরও আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এদিনের ইফতার মজলিশে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন নারগিস আহমেদ, চেয়ারম্যান আলফ্রেড, থিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আশরাফ আলী, AUAT ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুর ইসলামিক থিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আশরাফ আলী, শামীম আক্তার, এমদাদ হোসেন, আবু তামিম সাহেব, সাইফুদ্দিন, আব্দুস সবুর, সাইফুল হক, রাহিলা সুলতানা সহ বিভাগের কর্মীগণ।
আরো উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তনী কামরুজ্জামান, পাঁচলা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এস এম শামসুদ্দিন সইদুল ইসলাম, ছয়ানী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুপার মুস্তাফিজুর রহমান, অতিয়ার রহমান, আব্দুল কাহার, জসিমউদ্দিন প্রমুখ। এদিন নিউটাউন, তালতলা, পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে প্রধান উদ্যোক্তা আব্বাসউদ্দিন সর্দার মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে একতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

১৯৭ বোতল ফেনসিডিল সহ তিন যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ১৯৭ বোতল ফেনসিডিল সহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার মধ্যরাতে সামশেরগঞ্জ থানার পাকুড় চসকাপুর রোড পল্টন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নাম গোপন রেখেছে পুলিশ। যদিও তাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি সুতি থানা এলাকা এবং একজনের বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা বলেই জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। ফেনসিডিল কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

রমজানের প্রথম ১৫ দিনে মসজিদে নববীতে ১ কোটি ৪০ লাখ মুসল্লির রেকর্ড

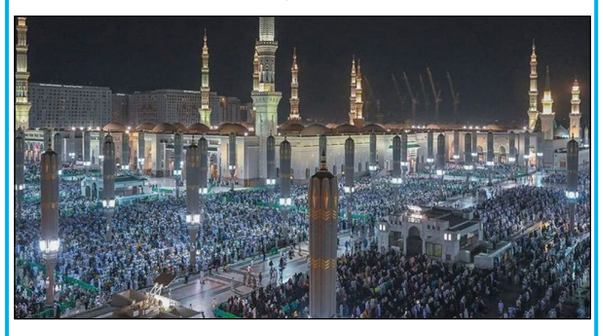

আপনজন ডেস্ক: চলতি রমজান মাসের প্রথম ১৫ দিনে মসজিদে নববীতে রেকর্ড ১ কোটি ৪০ লাখ মুসল্লির সমাগম ঘটেছে। এর আগে কোনো বছর রমজান মাসের প্রথম ১৫ দিনে মসজিদে নববীতে এত মুসল্লির আগমন ঘটেনি।
কাবা ও মসজিদে নববী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সৌদি সরকারি সংস্থা 'দ্য জেনারেল প্রেসিডেন্সি ফর দ্য অ্যাফেয়ার্স অব গ্র্যান্ড মস্ক অ্যান্ড দ্য প্রোফেটস মস্ক' এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
রমজানে মসজিদে নববীতে আসা মুসল্লিদের ইফতারের মাধ্যমে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ।
দ্য জেনারেল প্রেসিডেন্সির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রমজানের প্রথম ১৫ দিনে ৪৫ লাখ প্যাকেট ইফতার ও ৩ হাজার ৬৫০ টন পানি বিতরণ করা হয়েছে মুসল্লিদের মাঝে।
মূল মসজিদ ও মসজিদ চত্বরকে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে রমজানের প্রথম ১৫ দিনে ব্যবহার করা হয়েছে ৮১ হাজার লিটার জীবাণুনাশক তরল।
বয়স্ক লোকজনের চলাচলের সুবিধার জন্য মসজিদ চত্বরে বিশেষ গাড়ি ও হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্য জেনারেল প্রেসিডেন্সি বলেছে, রমজানের প্রথম ১৫ দিনে ২ লাখ ৫০ হাজার মুসল্লিকে গাড়ি ও ৫০ হাজার জনকে হুইলচেয়ার পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।
মসজিদে নববী মদিনায় অবস্থিত। যেসব মুসল্লি আসছেন, তাদের অধিকাংশই বসবাস করেন মদিনা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে। মসজিদে নববীতে আগমন নির্বিঘ্ন করতে মদিনা ও তার আশপাশের এলাকায় বিশেষ শাটল বাসের ব্যবস্থাও করেছে দ্য জেনারেল প্রেসিডেন্সি।

মাস্কের পদত্যাগের দাবি বিনিয়োগকারীদের

আপনজন ডেস্ক: টলমল করছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলার মালিক ইলন মাস্কের গদি। যদিও তার শেয়ারের পারদ প্রায় নামেই না। কিন্তু হঠাতই যেন পারদ পতন শুরু হয়েছে। আর এই পতন থেকে কীভাবে যে শেয়ার পুনরুদ্ধার করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না বিনিয়োগকারীরা।

টেসলার বিনিয়োগকারীরা এমন হতাশায় ভুগছেন যে তাদের মধ্যে একজন কোম্পানির সিইও ইলন মাস্কের পদত্যাগ দাবি জানিয়েছেন।

বিরোধী নেতা গ্রেফতারে বিক্ষোভে উত্তাল তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেফতারের পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) এই নেতা আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে চলেছিলেন। ইমামোগলুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি কেঁসুলিরা তাকে 'অপরাধী সংগঠনের নেতা সন্দেহভাজন' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
এই ঘটনার জেরে ইস্তাম্বুলসহ তুরস্কের বিভিন্ন শহরে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে। প্রতিবাদকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মেট্রো স্টেশন ও রাস্তায় নেমে সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু মেট্রো সেবা স্থগিত করা হয়েছে।
পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পিপার স্প্রে ব্যবহার করেছে বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।
ইস্তাম্বুলের নগর ভবনের সামনে হাজারো মানুষ শীত উপেক্ষা করে বিক্ষোভে অংশ নেন। তারা 'এরদোয়ান, স্বৈরশাসক!' ও 'ইমামোগলু, তুমি একা নও!' বলে স্লোগান দেন।
এ ঘটনার জেরে তুর্কি সরকার চারদিনের জন্য ইস্তাম্বুলে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। তবে সারা দেশে আরও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইমামোগলুর স্ত্রীসহ বিরোধী দলের নেতারা জনগণকে 'কণ্ঠ তুলে ধরতে' আহ্বান জানিয়েছেন।
এক ভিডিওবার্তায় ইমামোগলু বলেছেন, তুরস্কের জনগণের ইচ্ছাকে স্তব্ধ করা যাবে না। গ্রেফতারের সময় পুলিশ যখন বাড়ির বাইরে ছিল, তখন তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র ও ন্যায়ের পক্ষে আমরা অবিচল থাকবো।
ইস্তাম্বুলের গভর্নরের কার্যালয় শহরে চার দিনের বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং শতাধিক মানুষকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে রাজনীতিক, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী রয়েছেন।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণ সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, তুর্কি সরকার দেশটিতে এক্স, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার সীমিত করে দিয়েছে।

আমেরিকায় ভারতীয় গবেষক আটক

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের একটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় এক গবেষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে হামাসের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। তার নির্বাসিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। নিয়োগকর্তা ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।
ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টডক্টরাল ফেলো বদর খান সুরির গ্রেপ্তারের ঘটনা এমন এক সময় ঘটল, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের দুই মাস পর বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এর আগে বুধবার এক ফরাসি মহাকাশ বিজ্ঞানীকে

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেওয়ায় ফ্রান্সের সরকার নিন্দা জানিয়েছে। ওই বিজ্ঞানী হিউস্টনে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। কর্মকর্তারা তার স্মার্টফোন তল্লাশি করে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে তথাকথিত 'বিদ্বেষপূর্ণ' বার্তা পান। এরপর তাকে ফেরত পাঠানো হয়।
জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ড. খান সুরি একজন ভারতীয় নাগরিক, যিনি ইরাক ও আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তার ডক্টরাল গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেয়েছিলেন। আমরা তার কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অবগত নই এবং তার আটকের কোনো কারণও পাইনি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সুরি জর্জটাউনের আলওয়ালিদ বিন তালাল মুসলিম-খ্রিস্টান বোঝাপড়া কেন্দ্রের একজন ফেলো।
এ বিষয়ে পলিটিকোর তথ্য অনুযায়ী, ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে সোমবার তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইসরায়েলে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, দেশজুড়ে বেজে উঠল সাইরেন

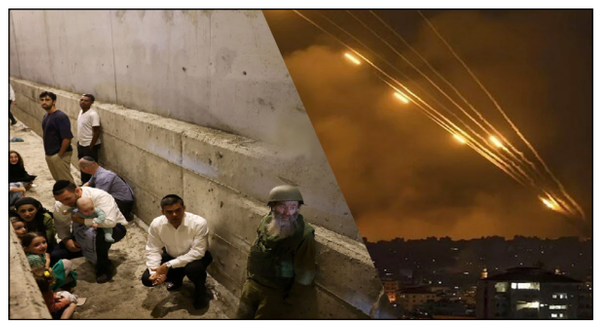

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের হুতি যোদ্ধারা মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলে। এই হামলার পর নেতানিয়াহুর দেশজুড়ে বেজে ওঠেছে সাইরেন। তবে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে তারা ইয়েমেন থেকে শুরু হওয়া একটি ক্ষেপণাস্ত্রকে বাধা দিয়েছে। আর ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, তেল আবিব ও জেরুজালেমে সাইরেন শোনা গেছে।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, হামলায় কেউ নিহত না হলেও অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফিলিস্তিন-২ নামের হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে হুতিরা। হুতিদের ছোড়া মিসাইলগুলোকে শনাক্ত করে ফেলে ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পরে শহরজুড়ে বাজতে শুরু করে সতর্কতা সাইরেন। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে নগরবাসীদের শেল্টারে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। নিরাপদ এলাকায় যাওয়ার সময় ওই ১৪ জন আহত হয়।
যখন সাইরেন বাজতে শুরু করে তখন ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে এক বৈঠকে ছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। তখন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এরই মধ্যে সন্ত্রাসবাদের দাম হুতিরা দিচ্ছে। এবং এই মূল্য পরিশোধ চলতেই থাকবে।'
এক বিবৃতিতে সবগুলো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার দাবি করেছে ইসরায়েলের বিমানবাহিনী-আইএএফ। এর আগে, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি এই অঞ্চলকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল হুতি বিদ্রোহীরা।

উমরাহ সফরে আনাস দম্পতি

আপনজন: মুফতি আনাস ও সানা খান উমরাহ সফরে মক্কায়। ক্লক টাওয়ারের প্রধান সেফ হাকিমুল ইসলামের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিক্ষা বিভাগ বন্ধে ট্রাম্পের স্বাক্ষর আজ

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার শিক্ষা বিভাগ ভেঙে দেয়ার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে এটি মার্কিন রক্ষণশীলদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য পূরণ করবে।
বুধবার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের একটি অনুষ্ঠানে এই আদেশ স্বাক্ষরিত হবে।
ইতোমধ্যেই এই বিভাগের কর্মী সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে এবং তহবিল কমানোর চেষ্টা চলছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৩ মি.

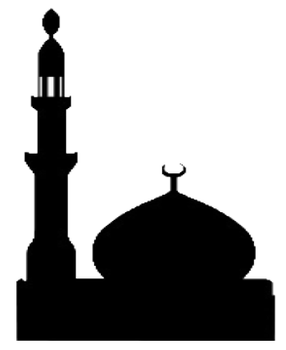

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৮	৫.৩৯
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৩	
এশা	৭.০২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)
আশ শিফা
ASHSHEEFA HOSPITAL
হসপিটাল
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা
ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

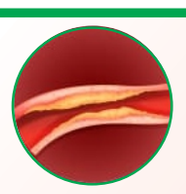
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

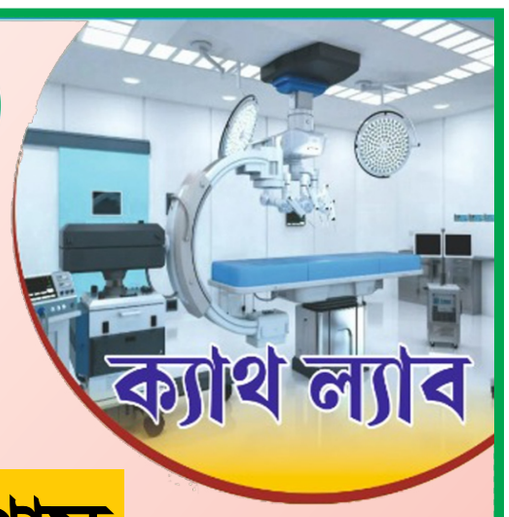

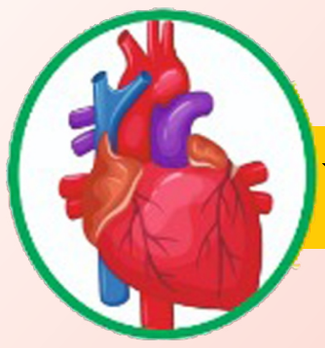
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী)
তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী।
দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই,
আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।
সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ
A/C No.: 219805002547, ICICI Bank,
Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198
6295 122 937 / 9123721642

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৭৮ সংখ্যা, ৬ চৈত্র ১৪৩১, ২০ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

‘ঘটে যা তা সব সত্য নহে’!

ইতিহাস মানবজাতির অতীতের এক লিখিত স্মারক; কিন্তু ইতিহাস কি সত্যের প্রতিচ্ছবি, নাকি কেবল বিজয়ীদের ভাষ্য? প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বারংবার দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের হাতে কলম, তাহারাই ইতিহাসকে আপন সুবিধামতো রচনা করিয়াছেন। পরাজিতদের কথা, তাহাদের বেদনা, তাহাদের যুক্তি–ইতিহাসে স্থান পায় না, বা যদি স্থান পায়ও, তাহা বিজয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই লেখা হয়। ইতিহাস বা কাহিনি কী করিয়া আমাদের মনোজগতে সত্য হিসাবে প্রতিভাত হয়, তাহার একটি প্রতীকী চিত্র আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতা হইতে অনুধাবন করিতে পারি। কবিতাটির সারাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, দেবর্ষি নারদের মহাকবি বাল্মীকিকে বলিলেন অযোধ্যার রঘুপতি রামের কীর্তি লইয়া রামায়ণ রচনা করিতে। ইহা শুনিয়া বাল্মীকি বলিলেন যে, তিনি রামের কীর্তি শুনিয়াছেন বটে; কিন্তু সমগ্র ঘটনা জানেন না এবং সত্যনিষ্ঠভাবে রামের কাহিনি রচনা করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তখন নারদ বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়–‘সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।’ বলিবার অপেক্ষা রাখে না, এই উক্তিটি শুধু সাহিত্যের নহে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও গূঢ় সত্য। ইতিহাস যে কেবল ঘটনার বিবরণ নহে, ইহা এক নির্মাণ–এমন মতবাদ বহু ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক পোষণ করিয়াছেন। জর্জ ওরওয়েল তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ ১৯৮৪-এ বলিয়াছেন, Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past. অর্থাত্ যাহারা বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহারাই অতীতের ব্যাখ্যা নির্ধারণ করিতে পারেন এবং সেই ব্যাখ্যা ভবিষ্যত্ প্রজন্মের বিশ্বাস গঠনে ভূমিকা রাখে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়–যাহারা শক্তিশালী, তাহাদের গুণাবলি বর্ণনায় ইতিহাস মুখর, অথচ যাহারা পরাজিত, তাহাদের নীরবতা বা নেতিবাচক চিত্র ইতিহাসে স্থান পায়। পশ্চিমা ইতিহাসবিদ অ্যাডওয়ার্ড সাইদ ‘ওরিয়েনটালিজম’ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন কীভাবে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলি ইতিহাসকে আপন স্বার্থে রচিত করিয়াছে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের সভ্য ও উন্নত প্রমাণ করিবার জন্য নেটিভ জাতিগুলিকে বর্বর ও অনগ্রসর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, এই ইতিহাস একচোখা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইতিহাস রচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল বিজয়ীদের দ্বারা পরাজিতদের কাহিনির অপলাপ। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে রবেস্পিয়ের ও অন্যান্য বিপ্লবীর কার্যকলাপকে বর্বরতা বলিয়া দেখানো হইয়াছে, অথচ তাহাদের বিপ্লবী আদর্শ কীভাবে সাম্য ও ন্যায়ের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ নিশে বলিয়াছেন, ‘There are no facts, only interpretations.’ অর্থাত্ ইতিহাস কেবল নির্দিষ্ট তথ্যের সমষ্টি নহে, ইহা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। বিজয়ীরা যেইভাবে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন, তাহাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে গৃহীত হয়। ইতিহাসের এই সকল দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, যাহাদের হাতে লেখার ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারাই নিজেদের পছন্দের ইতিহাসকে ‘সত্য’ বলিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

ইতিহাসকে সত্যের নিকটবর্তী করিতে হইলে আমাদের একটি বহুস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। ইতিহাসকে ন্যায়বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া পরাজিতদের কণ্ঠস্বরকেও শুনিবার কথা বলিয়া থাকেন অনেক ইতিহাসবেত্তা। তাহা না হইলে, আমাদের কেবল বিজয়ীদের রচিত গল্পকেই ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব। তাহাতে প্রকৃত সত্য চাপা পড়িয়া থাকিবে, কখনো কখনো তাহা চিরকালই অধরা থাকিয়া যাইতে পারে। তবে বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে, ইতিহাসকে পুনরায় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ রূপ উপস্থাপনের এক সুবর্ণ সুযোগ রহিয়াছে। সেই কারণে সাময়িকভাবে কোনো সত্যের বিকৃত ঘটনা সম্ভব হইলেও প্রযুক্তির কারণে ভবিষ্যতে তাহার সত্য উদ্ঘাটন দুরূহ কোনো বিষয় নহে। সুতরাং অতীতের মতো কোনো গল্পকে ইতিহাস হিসাবে চালাইয়া দেওয়া ভবিষ্যত্ পৃথিবীতে সম্ভব হইবে না বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

ধর্ম বনাম অর্থনীতি: ঐতিহ্য, রূপান্তর ও ঐক্যের সন্ধানে

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণের গল্প অসংখ্য। এখানকার বহু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয় কালের প্রবাহে বদলেছে, কিন্তু তাদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক মূল একই রয়ে গেছে। এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়ের ইতিহাস তুলে ধরব, যারা ধর্মান্তরিত হয়েও একই জাতিসত্তার অংশ হিসেবে বসবাস করছেন। লিখেছেন **পাশারুল আলম।**

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণের গল্প অসংখ্য। এখানকার বহু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয় কালের প্রবাহে বদলেছে, কিন্তু তাদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক মূল একই রয়ে গেছে। এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়ের ইতিহাস তুলে ধরব, যারা ধর্মান্তরিত হয়েও একই জাতিসত্তার অংশ হিসেবে বসবাস করছেন।

১. বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু

ইতিহাস বলে মধ্যকালীন যুগে (১২০৪-১৭৫৭) সুফি-দরবেশ, বণিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে বিকশিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে- (১৩শ-১৪শ শতক) আরব ও পারস্যের মুসলিম বণিকরা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ব্যবসা ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক প্রচার করেন।

দ্বিতীয় ধাপে- সুফি সাধকরা (যেমন শাহ জালাল, খান জাহান আলী) স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে ইসলামের মানবতাবাদী দর্শন ছড়িয়ে দেন। তাঁরা স্থানীয় ঐতিহ্য ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে গণ-ধর্মান্তরের পথ সুগম করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে- (১৪শ-১৬শ শতক) বাংলার স্বাধীন সুলতানরা (ইলিয়াস শাহী, হুসেন শাহী) ইসলামকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেন এবং মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, জমি দান ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধর্মান্তরকে প্রণোদিত করেন। এ সময় নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ও আদিবাসী গোষ্ঠী সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির আশায় ইসলাম গ্রহণ করে।

চতুর্থ ধাপে- মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে ইসলামী আইন ও শিক্ষার প্রসার ধর্মীয় পরিচয়কে সুদৃঢ় করে। ১৯৪৭ সালে বাংলায় একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান হয়, সেখানে বাঙ্গালী মুসলমান বৃহৎ অংশ পরে। বর্তমানে যা বাংলাদেশ। অবশিষ্ট বাঙ্গালী মুসলমান এদেশে থেকে যায়।

২. রাজবংশী মুসলমান ও হিন্দু

বাংলা ও আসামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের একাংশ ইসলাম গ্রহণ করেছেন মধ্যযুগে, বিশেষত সুফি সাধকদের প্রভাবে। অন্যদিকে, রাজবংশী হিন্দুরা শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। উভয়েই একই ভাষা (রাজবংশী/কামতাপুরী), লোকসংস্কৃতি (ভাওয়াইয়া গান), ও কৃষিভিত্তিক জীবনযাপন করে থাকেন। তাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও জাতিগত সত্তা অভিন্ন। উত্তর বঙ্গের এই ধর্মান্তরিত মুসলমানরা নস্য শেখ হিসাবে পরিচিত। ইসলামপুর মহকুমায় হিন্দু মুসলমান সবাই নিজেদের সূর্যাপুরী বলে পরিচয় দেন।

৩. জাঠ মুসলমান (পাঞ্জাব ও হরিয়ানা)

জাঠ সম্প্রদায়ের একাংশ ইসলাম গ্রহণ করেছেন মুঘল ও সুফি প্রভাবে, যারা আজ “মুসলমান জাঠ” নামে পরিচিত। অন্যদিকে, হিন্দু ও শিখ জাঠরা কৃষি ও যোদ্ধা ঐতিহ্য ভাগ করে নেন। পাঞ্জাবের “মল্লাহ” ও “চীমা” গোত্রের মুসলমানরাও জাঠ সম্প্রদায়ের অংশ।

৪. মেও মুসলমান (রাজস্থান-হরিয়ানা)

মেও সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের রাজপুত বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন। মধ্যযুগে ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা হিন্দু সংস্কৃতির বহু প্রথা (যেমন: দীপাবলি, হোলি) পালন করেন। তাদের গল্প-কাব্যে দুল্লা ভাটি ও আলহা-উদলের মতো হিন্দু-মুসলমান নায়কদের যুগলবন্দি দেখা যায়।

৫. ম্যাপিলা মুসলমান (কেরালা)

কেরালার ম্যাপিলা সম্প্রদায়ের উৎস স্থানীয় হিন্দু সমাজ ও আরব বণিকদের মধ্যে বিবাহসূত্রে। চেরামন পেরুমল রাজার ইসলাম গ্রহণের কিংবদন্তি এখানে জনপ্রিয়। ম্যাপিলাদের মাতৃভাষা মালয়ালম, এবং তাদের সংস্কৃতিতে মোপলা পট্টু (লোকগীতি) ও হিন্দু-মুসলমান উৎসবের সমন্বয় লক্ষণীয়।

৬. গাড্ডি মুসলমান (জম্মু-কাশ্মীর)

গাড্ডি সম্প্রদায় মূলত পশুপালক। এদের একাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু গাড্ডিদের মতোই গুজরি ভাষায় কথা বলেন এবং একই পোশাক-আচার পালন করেন। উভয়েই শেখ নূরউদ্দিন ওয়ালির মাজার ও হিন্দু দেবতা শিবের মন্দিরে সমান শ্রদ্ধা জানান।

৭. দেসি মুসলমান (অসম)

অসমের দেসি মুসলমানরা স্থানীয় কোচ-রাজবংশী, আহোম ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাদের ভাষা অসমিয়া, এবং বিহু উৎসব পালন তাদের সংস্কৃতির অংশ। হিন্দু কোচ-রাজবংশীদের সঙ্গে তাদের জাতিগত সাদৃশ্য প্রকট।

৮. কুনবি-মুসলমান (মহারাষ্ট্র)

মহারাষ্ট্রের কুনবি সম্প্রদায়ের একাংশ ইসলাম গ্রহণ করে “মুসলমান কুনবি” নামে পরিচিত হন। তারা হিন্দু কুনবিদের মতোই কৃষিকাজ ও মারাঠি সংস্কৃতির ধারক। ভক্তি আন্দোলনের সন্ত-কবিরা উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধেয়।

৯. ভিল মুসলমান (রাজস্থান-গুজরাত)

ভিল আদিবাসীদের একাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের সমাজব্যবস্থা, নৃত্য (গয়র), ও দেবী কালিকা/মাতার উপাসনা হিন্দু ভিলদের সঙ্গে মিলে যায়। রাজস্থানের মেওয়াত অঞ্চলে ভিল-মেও মুসলমানদের মধ্যে এই সমন্বয় দেখা যায়।

১০. ধাঙ্গর (গোয়াল, মহারাষ্ট্র)

মুসলমান সম্প্রদায় মহারাষ্ট্রের একটি অনন্য সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উদাহরণ। তাদের ঐতিহ্যবাহী পশুপালন ও দুগ্ধব্যবসা ইসলামিক অনুশাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে, যেমন ঈদে গরু উৎসর্গের পাশাপাশি স্থানীয় harvest উৎসবে অংশগ্রহণ। মারাঠি ভাষা ও পারিবারিক রীতিনীতির সাথে ইসলামিক শিক্ষা ও পোশাক-আশাকের মিশ্রণ দেখা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে স্থানীয় দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সুফি সাধকদের প্রতি ভক্তির সমন্বয় ঘটে। এই সম্প্রদায় মহারাষ্ট্রের বহুত্ববাদী সমাজে সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

ভারতবর্ষের মাটি কখনও একক ধর্ম বা সংস্কৃতির মালিকানা দাবি করেনি। এখানকার ইতিহাস হলো বহুত্বের গল্প–যেখানে ধর্মান্তর, ভাষা, উৎসব, এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে। রাজবংশী, জাঠ, মেও, ম্যাপিলা, ভিল, গাড্ডি, কুনবি–এই সব নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একই জাতিসত্তার নানা রূপ। তাদের ধর্ম পালন হয়তো আলাদা, কিন্তু তাদের গান, নাচ, খাদ্যাভ্যাস, কৃষি-বাণিজ্য, এমনকি পূর্বপুরুষের সাধনা একই সূত্রে গাঁথা।

যে সত্য ইতিহাস চেয়ে যায়: ধর্মান্তর কোনো “বহিরাগত আক্রমণ” নয়, বরং এটি সামাজিক প্রক্রিয়া। মধ্যযুগে সুফি-সন্তদের প্রভাবে, ব্রিটিশ আমলে খ্রিষ্টান মিশনারীদের সেবায়, বা আধুনিক যুগে সামাজিক ন্যায়ের সন্ধানে মানুষ ধর্ম বদল করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন তাদের জাতিগত সত্তাকে মুছে দেয়নি। যেমন: কেরালার ম্যাপিলা মুসলমানরা আজও মাতৃভাষা মালয়ালমে রামায়ণ-মহাভারতের গান গায়। রাজস্থানের মেও মুসলমানরা হোলিতে গুলাল ছোড়েন এবং দীপাবলিতে মোমবাতি জ্বালান। অসমের দেসি মুসলমানরা বিহু উৎসবে ধূপধুনার সঙ্গে নামাজ পড়েন।

শোষণের চক্র ভাঙতে হবে: শাসকগোষ্ঠী ও বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে ধর্মকে অস্ত্র বানিয়ে এই ঐক্য ভাঙার চেষ্টা চলছে। আদিবাসী ভিলদের জমি দখল, জাঠ কৃষকদের ফসলের দাম ধ্বসানো, বা দেসি মুসলমানদের নাগরিকত্ব সংকট–এসবই অর্থনৈতিক শোষণের নীলনকশা। পাশাপাশি, গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাসের সত্যি ঢেকে “হিন্দু-মুসলমান” নামক কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে।

মুক্তির পথ কোনদিকে?

১. ইতিহাসের জ্ঞান: প্রতিটি সম্প্রদায়কে নিজের শেকড় চিনতে হবে। জানতে হবে, আজকের “মুসলমান” পূর্বপুরুষ হয়তো কালীপূজায় অংশ নিতেন, আর আজকের “হিন্দু” পূর্বপুরুষ হয়তো বৌদ্ধ স্তূপে প্রার্থনা করতেন।

২. অর্থনৈতিক ঐক্য: কৃষক-শ্রমিক-আদিবাসীদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম নয়, বরং শ্রেণীভিত্তিক সংগ্রামই পারে লড়াইয়ের ময়দান বদলে দিতে।

৩. সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ: লোকউৎসব, মেলা, যাত্রাপালার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-আদিবাসীদের যৌথ অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। যেমন: পশ্চিমবঙ্গের গাজন উৎসব যেখানে শিব-মুসলমান পীরের মিলন ঘটে। তামিলনাড়ুর উরুটি-পূর্ণামি যেখানে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা একসাথে ফসল কাটেন।

চূড়ান্ত বার্তা: “ধর্ম তোমার প্রান্তর, আমি আসি শুধু প্রেমের ডোরে”–কবি নজরুলের এই বাণী আজও প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষের মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন কৃষক তার জমির অধিকার ফিরে পাবে, শ্রমিক তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাবে, আর আদিবাসী তার বন-নদীর ওপর কর্তৃত্ব রাখবে। ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং মাটির টান ও অর্থনৈতিক ন্যায়ই হোক আমাদের যুক্তির সূত্র।

যুদ্ধ আমাদের একার নয়: বাংলার বাউল, পাঞ্জাবের সুফি, কেরালার তারা-মন্দিরের নকশা, অসমের নামঘর–সবাই সাক্ষী দেয় এই ভূখণ্ডের আত্মা কোনো একক ধর্মের নয়। আজকের দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে: *বিদেশি পুঁজির দালালদের প্রতিহত করব। ধর্মের নামে রক্ত ঝরানো রাজনীতিকে না বলব। শোষণের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়ব। কারণ, “যে দেশে মানুষ্যে মানুষ্যে ভেদ নেই, সেই দেশই স্বর্গ।”–বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

**** মতামত লেখকের একান্ত নিজস্ব***

জর্জ সরোসের সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৮ স্থানে তল্লাশি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডির

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন ধনকুবের জর্জ সরোস প্রতিষ্ঠিত সংস্থাসংশ্লিষ্ট আটটি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের অংশ হিসেবে গত মঙ্গলবার ভারতের বেঙ্গালুরুতে এই তল্লাশি চালানো হয়।

জর্জ সরোস প্রতিষ্ঠিত ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনস (ওএসএফ) এবং এর প্রভাব বিনিয়োগ শাখা সরোস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসইডিএফ)-সংশ্লিষ্ট আটটি স্থানে তল্লাশি চালায় ইডি।

তল্লাশির বিষয়ে বক্তব্য জানতে ওএসএফকে ই-মেইল করে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। কিন্তু ই-মেইলের কোনো জবাব দেয়নি ওএসএফ।

একাধিক সূত্র দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছে, ওএসএফ ও এসইডিএফের সুবিধা ভোগ করা কিছু স্থানে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে।

ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে সরোসের কাজ করার বিষয়ে অতীতে অভিযোগ তোলে দেশটির ক্ষমতাসীন দল বিজেপি।

গত বছরের ডিসেম্বরে লোকসভায় বিজেপি অভিযোগ করে, সরোস, নিউজ পোর্টাল ওসিসিআরপি (অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট) ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ‘বিপজ্জনক ত্রিভুজ’ চক্র ভারতের সাফল্যের গল্পকে লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করছে।

অতীতে একাধিকবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কঠোর সমালোচনা করেছেন ৯৪ বছর বয়সী মার্কিন বিনিয়োগকারী সরোস।

ওয়েন জোন্স

ইসরায়েলের নৃশংসতা নিয়ে যদি সবাই মুখ খুলত

ইসরায়েলের গণহত্যা কিছুদিনের জন্য থেমে ছিল, কিন্তু গত সোমবার রাতের ভয়াবহ বিমান হামলায় ফিলিস্তিনিরা আবারও সেই নৃশংসতার শিকার হলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চার শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক শিশু ছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলার অনুমতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। হামলার পরপরই এলাকাবাসীকে দ্রুত এলাকা ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়, যা মূলত জোরপূর্বক উচ্ছেদ। এতে নতুন করে স্থল অভিযান শুরুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, হামাস যুদ্ধবিরতির শর্ত মানেনি; যদিও ইসরায়েল নিজেই বারবার সেই শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

এ হামলার পর সিএনএন জানায়, ইসরায়েলের আগ্রাসন যুদ্ধবিরতিকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু সত্য হলো, যদি অস্ত্রবিরতিকেই যুদ্ধবিরতি ধরা হয়, তাহলে এখানে আদৌ কোনো যুদ্ধবিরতি ছিল না। তথাকথিত যুদ্ধবিরতির সময় গাজায় মাত্র একজন ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন, সেটাও ইসরায়েলি সেনাদের ভুলে। অন্যদিকে এই সময়ের মধ্যে গাজায় ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আর পশ্চিম তীরেও বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

এই বাস্তবতা দেখায়, কীভাবে ইসরায়েলের সহিংসতাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া হয়, আর ফিলিস্তিনিদের জীবনকে মূল্যহীন করে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একদিন নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, ‘এত বড় অপরাধ এত দিন ধরে চলতে দেওয়া হলো কীভাবে?’

আজকের যুগে মুঠোফোন আর ইন্টারনেট থাকার সুবাদে গাজায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের এত স্পষ্ট প্রমাণ আছে, যা অতীতের অপরাধের ক্ষেত্রে কখনো ছিল না। গাজার মানুষ ৫২৯ দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের ওপর চালানো ধ্বংসযজ্ঞের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করছেন এই আশায় যে বিশ্ব একদিন জেগে উঠবে এবং এই গণহত্যা বন্ধ হবে।

রঙিন পোশাক পরা একটি শিশুর নিথর দেহ পড়ে আছে; এক বাবা শেষবারের মতো মেয়ের চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; সাদা কাপড়ে মোড়ানো পুরো পরিবার পড়ে আছে–এ ধরনের অগণিত ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে। হতভাগ্য এসব মানুষের নাম কোনো সরকারি নথিতে থাকবে না। অথচ এর আগে কখনো কোনো যুদ্ধাপরাধ এত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ইসরায়েল কীভাবে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের হত্যা করেছে, বন্দীদের ওপর ভয়াবহ যৌন নির্যাতন চালিয়েছে–যেখানে সবজি থেকে শুরু করে ঝাড়ুর কাঠি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি তারা একটি আইভিএফ ক্লিনিক ধ্বংস করেছে, যেখানে চার হাজার ভ্রূণ সংরক্ষিত ছিল। ফিলিস্তিনিদের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নষ্ট করাকে এই গণহত্যার অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন নৃশংসতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। একের পর এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ইসরায়েল কীভাবে গাজার ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ ও গির্জা ধ্বংস করেছে। পুরো গাজার ৮৩ শতাংশ গাছপালা, ৮০ শতাংশের বেশি কৃষিজমি ও ৯৫ শতাংশ গবাদিপশু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ৮০ শতাংশের বেশি পানি ও পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছে, যাতে গাজায় মানুষের জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসরায়েল সুপরিকল্পিতভাবে গাজাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। এ কারণেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, ইসরায়েল এখনো গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।

যদি পৃথিবী ন্যায়ের পথে চলত, তাহলে এই গণহত্যার সমর্থকেরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কেউ যদি রুয়ান্ডার গণহত্যাকে সমর্থন করত, তাহলে সে সমাজের প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি হয়ে যেত। অথচ এখন ইসরায়েলের এই ভয়াবহ সহিংসতার বিরোধিতা করাই অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ইসরায়েলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তাদের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এমনকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মাহমুদ খলিলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁকে নিজ দেশ থেকে বহিষ্কারের হুমকি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে বাক্‌স্বাধীনতার ওপর ভয়াবহ ও পরিকল্পিত আঘাত এসেছে। অন্যায়ের সামনে নীরব থাকা সব সময়ই ভুল, আর যখন কোনো সরকার গণহত্যা চালাচ্ছে, তখন এই নীরবতা আরেকটি গুরুতর অপরাধ। ইতিহাসের প্রতিটি ভয়ংকর অপরাধের সময় নীরব দর্শকেরাই অপরাধীদের বড় সহায়তা করেছে।

যদি সবাই মুখ খুলত, তাহলে কী হতো? সবাই মুখ খুললে অনেক মন্ত্রী সরকার থেকে পদত্যাগ করতেন। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলো ইসরায়েলের অপরাধ নিয়ে প্রতিদিন শিরোনাম করত এবং এটিকে ভয়াবহ অপরাধ বলে তুলে ধরত। মানুষ জোরালোভাবে দাবি তুলত, এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার দাবি এত প্রবল হতো যে কেউ তা উপেক্ষা করতে পারত না।

যাঁরা চুপ আছেন, তাঁদের অনেকেই মনে মনে অপরাধবোধে ভুগছেন। আর সেটাই স্বাভাবিক। তবে তাঁদের এই ভয় আর নীরবতা একুশ শতকের অন্যতম ভয়ংকর অপরাধকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। নীরবতা ভাঙার মানে শুধু সহানুভূতি দেখানো বা সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা নয়; বরং অপরাধকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং যারা এটি চালাচ্ছে ও সমর্থন দিচ্ছে, তাদের জবাবদিহির মুখে দাঁড় করানো।

ওয়েন জোন্স গার্ডিয়ান পত্রিকার কলাম লেখক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

গাজায় ইসরায়েলের বর্বর গণহত্যার নিন্দা জামায়াতে ইসলামির

আপনজন ডেস্ক: জামাআতে ইসলামী হিন্দ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ সা'দাতুল্লাহ হুসাইনি গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং আমেরিকার সহায়তা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদাসীনতাকে তিরস্কার করেছেন।

মিডিয়ার কাছে এক বিবৃতিতে জামাআত সভাপতি বলেন, "আমরা গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নির্মম যুদ্ধের সাম্প্রতিক পুনরারম্ভের তীব্র নিন্দা জানাই, যা রমজানের সেহরির সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করা হয়েছে। এই ভয়াবহ ও অমানবিক কর্মকাণ্ড, যেখানে ৪০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যার মধ্যে ১৭০-এর বেশি নিরপরাধ শিশু রয়েছে, এটি ইসরায়েলি শাসনের মানবজীবন ও আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞার প্রকাশ। এই আক্রমণের নিষ্ঠুরতা, যা যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনে পরিচালিত হয়েছে, তা যেকোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তির অর্থহীনতা প্রকাশ করে এবং ইসরায়েলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পশ্চিমাদের ব্যর্থতাকে উন্মোচন করে।"

জামাআতে ইসলামী হিন্দ-এর সভাপতি আরও বলেন, "পবিত্র সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বেসামরিক হতাহতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত ইসরায়েলি হামলা একটি ভয়ংকর আগ্রাসন, যা ন্যায়বিচার ও মানবিকতার সব নীতিকে লঙ্ঘন করে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমারা আবারও শান্তির রক্ষক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, বরং তারা নিরপরাধ বেসামরিকদের গণহত্যার প্রতি চোখ বুজে থেকেছে।

আলম বাবার মাজারে তোরণের ভিত্তি স্থাপন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দুবরাজপুর ব্লকের অধীনস্থ পানাগড়- মোড়গ্রাম জাতীয় সড়কের পাশেই বিরাজমান সুফী সাধক হযরত আলম বাবার মাজার শরীফ। যার গা ঘেঁসেই অন্ডাল সাঁইথিয়া সহ দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলের লাইন পথ। সেই সাথে রয়েছে বহু পুরাতন বিশাল বটবৃক্ষ। এখানে ট্রেনের কোনো স্টপেজ না থাকলেও উরস পালনের দিন ভক্তদের সুবিধার্থে লোকাল সমস্ত ট্রেন সেদিন সেখানে স্টপেজ দিয়ে থাকেন।

দুবরাজপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে মাজার শরীফের পরিকাঠামো বিষয়ক বেশ কিছু উন্নয়ন ঘটিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন দুবরাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পীযূষ পান্ডে। এবার বীরভূম জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও মাজার শরীফ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সেই মোতাবেক বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ মাজার শরীফের তোরণ নির্মানের জন্য ভীত কেটে শুভসূচনা করেন মহাসমারোহে। জানা যায় বীরভূম জেলা পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩৬ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে মাজার শরীফের বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে। যার মধ্যে রয়েছে সুসজ্জিত একটি তোরণ তথা গেট,অজুখানা, শৌচাগার সহ অন্যান্য কাজকর্ম। এদিনেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর ইসলামপুর যুবক বৃন্দের উদ্যোগে দুবরাজপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত আলম বাবার মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে রোজাদারদের সাথে দাওয়াত এ ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে মাজার শরীফে চাদর চড়িয়ে দোয়া প্রার্থনা করেন।এক সাক্ষাৎকারে বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পিছিয়ে পড়া বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষজনকে একসাথে এক ছাতার তলায় নিয়ে চলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতার মঙ্গল কামনা করা হয়। পাশাপাশি যুবনেতা অভিষেক ব্যানার্জির জন্যেও দোয়া প্রার্থনা তথা মঙ্গল কামনা করা হয়।

যুগদিয়ায় ইফতার সামগ্রী বিলি হিলফুল ফুজুলের

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে "হিলফুল ফুজুল সংগঠন যুগদিয়া" তরফ থেকে বস্ত্র বিতরণ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হল যুগদিয়ায়।

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়। প্রায় শতাধিক গরিব অসহায়দের হাতে ইফতার সামগ্রী ও ঈদের নতুন জামা কাপড় তুলে দেয় বিশিষ্ট মাওলানা হাফেজ তৈয়েবুল ইসলাম সাহেব, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক মারগুবুল ইসলাম, সভাপতি মুফতি জাকারিয়া সাহেব সহ সংগঠনের একাধিক সদস্য। জানা গিয়েছে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে ও গরিব অসহায়দের পাশে দাঁড়ায় এই সংগঠন। তারই পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কেরাত প্রতিযোগিতা গুণীজন সংবর্ধনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে।

আগামী দিনে আরও বেশি বেশি জনসাধারণের পাশে থাকবেন বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক সভাপতি।

১৫০ বছরের পুরনো পৌরসভায় প্রথম তৈরি হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাজ্য সরকারের প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় করে দেড়শ বছরের পুরনো পৌরসভায় এই প্রথম তৈরি করা হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড, আবর্জনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছে মন্দির নগরী শহর বিষ্ণুপুর, আবর্জনা থেকে তৈরি হবে জৈব সার, বাড়বে কর্মসংস্থান মনে করছে পৌরসভা । সালটা ১৮৭৩ ব্রিটিশ পিরিয়ড তখন তৈরি করা হয় মল্ল রাজাদের একসময়ের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে একটি পৌরসভা।

কিছুদিন আগে ঘটা করে এই পৌরসভার দেড়শ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেড়শ বছরের পুরনো পৌরসভা হলেও এই পৌরসভায় ছিল না কোন স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

শহরের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত আবর্জনা। ছড়াতো দুর্গন্ধ , রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা করতো এলাকার মানুষজন। একদিকে প্রাচীন শহর অন্যদিকে হেরিটেজ শহর স্বাভাবিকভাবেই সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা লেগেই থাকে এই শহরে। আবর্জনার ফলে সমস্যায় পড়তো যেমন একদিকে শহরের মানুষ অন্যদিকে পর্যটকেরা। তাই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিষ্ণুপুর পৌরসভা এলাকায় একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডের। তবে এলাকার মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে বর্তমান সরকার পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় করে ৫ একর জায়গা নিয়ে একটি বিশাল আকার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শুরু করেছে । ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রাচীরের কাজ শেষ হয়ে প্রসেসিং ইউনিট বসতে শুরু করেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে কাজ। দুর্গাপুজোর আগেই এই ডাম্পিং রাউন্ড উদ্বোধন করার কথা ভাবছে পৌরসভা। তাই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ কতটা বাস্তবায়ন হলো তা সরজমিনে তদন্ত করে দেখলেন বিষ্ণুপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী।

বিষ্ণুপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামীর দাবি এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড টি সম্পূর্ণ হলে এলাকার বেশ কিছু মানুষ কর্মসংস্থান পাবে। এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের শহরের ১৯ টি ওয়ার্ডের আবর্জনা এসে জমা হবে সেই আবর্জনা থেকে তৈরি করা হবে জৈব সার। যে স্যার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এবং স্থানীয় কিছু গরীব মানুষ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে কৃষকদের কাছে।

হিলি ব্লকের সীমান্ত এলাকায় কুলের গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সীমান্ত এলাকায় কুলের গাছ কেটে দেয়ার অভিযোগ। অভিযোগের তীর বিএসএফ-এর দিকে।

বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাসকের কাছে লিখিতভাবে জানান তারা। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চকগোপাল ও গোসাইপুর এলাকার বাসিন্দারা এদিন জেলা শাসকের দ্বারস্থ হন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তারা কুল চাষ করেই জীবন যাপন করে আসছেন। অথচ বর্তমানে সীমান্ত লাগোয়া কুলের গাছ কেটে দেয়া হচ্ছে বিএসএফের তরফে।

পাশাপাশি লাগাতে দেয়া হচ্ছে না নতুন করে কোন কুলের গাছ। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকার কৃষকেরা।

এদিন তারা এবিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

এ বিষয়ে আকবর মন্ডল নামে এক কুল চাষী জানান, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চকগোপাল ও গোসাইপুর এলাকার বাসিন্দা আমরা। বিগত প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে ৩০০ থেকে ৪০০ বিঘা জমিতে আমরা কুল চাষ করে জীবন নির্বাহ করে আসছি। কিন্তু বিএসএফের তরফে বর্তমানে আমাদের কুল চাষে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমরা যে সমস্ত কুলের চারা জমিতে রোপন করছি, সেগুলো তারা তুলে ফেলে দিচ্ছেন। পাশাপাশি যে সমস্ত পুরাতন গাছ রয়েছে সেগুলো কেউ কাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই ফসলের সাথে আমাদের রুজি-রোজগার জড়িয়ে রয়েছে। আমরা যতে চাষবাস ভালো করতে পারি, সেজন্য আজ জেলাশাসকের কাছে লিখিতভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানিয়েছি।'

পীর ইব্রাহিম সিদ্দিকীর ওফাত দিবসে দোয়া, ইফতার মজলিশ ফুরফুরায়

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: বৃহস্পতিবার ফুরফুরা দরবার শরীফে বড় হুজুরের পার্লামেন্টে পীর হযরত আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী রহ'র স্মরণে একটি দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মত এদিন ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণময় পরিবেশে পীরসাহেবের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এদিন বহু মানুষের ভিড় হয়েছিল।পীর হযরত আবদুল্লাহ সিদ্দিকী তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়।আবার গাজা ভূখন্ডে অমানবিক বোমা বিস্ফোরণকরে হাজার হাজার মানব নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করেছে ইজরায়েলের নেতানিয়াহু! তীব্র ধিক্কার জানিয়ে সেই অসহায় ফিলিস্তিনের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন পীরসাহেব। বিশ্বের সমস্ত মানুষের কল্যান, শান্তি, সম্প্রীতির জনও দোয়া করা হয়। পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী সহ অসংখ্য পীরসাহেব সভায় শামিল হয়েছিলেন। হাজির হয়েছিলেন সমাজের বিশিষ্ট গুনীজন, শিক্ষানুরাগী ছাড়াও অজস্র ছাত্ররা।অনাথ,অসহায় ও গরিব ছাত্রদের পীরসাহেব অত্যন্ত স্নেহ করতেন। চার বছর আগে পীর সাহেব আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন।পীর বড় হুজুরের মেজ পুত্র এরঁ সভায় দোয়া করেন পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী। পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী ও পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী সহ অসংখ্য পীরসাহেব সভায় উপস্থিত ছিলেন।হাজির ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট গুনিজন , শিক্ষানুরাগী ও ছাত্ররা।আখলাকে রসুল হযরত পির সাহেব ছিলেন সমাজ সংস্কারক। তিনি নিজে প্রায় ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ বিভিন্ন সংগঠন স্থাপন করে সাধারণ মানুষের সেবা করেছিলেন। মহিলাদের জন্য মোহাব্বাতুন নেসা মাদ্রাসাও গড়েছেন।পীর হযরত দাদা হুজুরের শিলশিলার তিনি পদাতিক সৈনিক ছিলেন। সেই বিশাল সাম্রাজ্য সহ পীর বড় হুজুরের প্রতিস্ঠিত কয়েকশ শিক্ষালয় তিনি সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। অল্প কথা বলতেন মার্জিত ভাবে। সর্বক্ষণ মানুষের সাথে মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলতেন।গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর ভালবাসার টানে ভক্তকূল গোল হয়ে বসে থাকতেন। সুদর্শন সুলালট উজজলিত মুখ মানুষ কে রে আকৃষ্ট করত সেটা বলাই বাহুল্য।ফুরফুরার তিন দিনের ঐতিহাসিক সভায় তিনি শেষ দোয়া করতেন। পরিচালনা করতেন জেকেরের মজলিশ। উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রশিদধ পীরসাহেব ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন।আবুল ইয়াতিম আত্মপ্রচারবিমুখ পীরসাহেব কোরআনের সঠিক পথে চলার পরামর্শ দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। স্বল্প কথা বলতেন মার্জিত ভাবে। তাঁর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ফুরফুরার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সভা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বহু স্থানে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জীবনে তাঁর অনেক কেরামতি মুখে মুখে ঘুড়ে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন হার্ট ব্লক। দৌড়াদৌড়ি করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।লাগান হয় পেস মেকার। সম্পূর্ণ রেস্ট। হঠাৎ একদিন এক সভায় চলে যান ছোট্ট করে দোয়ার মজলিস করতে। মঞ্চ এ উঠে দীর্ঘ ৪ ঘনটা ওয়াজ নসিহত করলেন। চিকিৎসরা অবাক!তারা বলেই ফেললেন,ইনি কি মানুষ?না অন্য কিছু! ডাক্তাররা প্রণাম করার জন্য আপ্লুত। কিন্তু পীরসাহেব হেসে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। পীরজাদা সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী,সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সহ অনেক পীরসাহেব সভায় শরিক হয়েছিলেন।

বিতর্কের মাঝেই বহু ভোটার কার্ড উদ্ধার হল নদিয়ার শান্তিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: রাজ্যে ভুয়ো ভোটার কার্ড নিয়ে বিতর্কের মাঝেই নদীয়ায় উদ্ধার হল শতাধিক ভোটার পরিচয়পত্র। বৃহস্পতিবার শান্তিপুর পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কালীতলা পাড়া এলাকায় একটি বস্তার ভিতর থেকে এই কার্ডগুলি পাওয়া গিয়েছে। বস্তাটি পরিত্যক্ত হিসেবে ময়লার স্তুপে পড়ে ছিল বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে ভোটার কার্ডগুলি পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশের ঠিকানা রয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি ও অন্যান্য জেলার।এর পাশাপাশি ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। একদল দাবি করেছে, কার্ডগুলি বাংলাদেশি নাগরিকদের। অন্যদল দাবি করেছে এই কার্ড এর আগের ভোটে ব্যবহার করা হয়েছিল। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর দাবি করেন,দলনেত্রী নির্দেশে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভুয়ো ভোটার ধরার জন্য ভোটার তালিকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। বিজেপি চক্রান্ত করে এইসব কাজগুলি করছে তারা।ঘটনাপুলিশ তদন্ত করছে।প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ভুয়ো ভোটার কার্ড ইস্যু নিয়ে তৃণমূল-সহ রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বোলপুর পৌরসভায় প্রশাসনিক বৈঠক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পবিত্র মাহে রমজানের শেষে আসে খুশির উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর। এই কথা মাথায় রেখে আজ বোলপুর পৌরসভায় একটি প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল পবিত্র ঈদ উপলক্ষে যাতে কোনরকম মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষদের অসুবিধা না হয় তার জন্য সর্বদা প্রচেষ্ট বোলপুর পৌরসভা। জল, বিদ্যুৎ ছাড়া ও শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে সারা বছর বোলপুর পৌরসভা কিন্তু বিশেষ সময়ে অর্থাৎ উৎসবের সময় যাতে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকেও নজর রাখে বোলপুর পৌরসভা। বোলপুর শান্তিনিকেতন এলাকায় সব থেকে বড় ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় হয় ভুবন ডাঙ্গায় ঈদগা ময়দানে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণের জল ও বয়স্কদের ইমার্জেন্সি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ফায়ারের ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে কোন অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা না ঘটে সেইদিকে সজাগ বোলপুর পৌরসভা । এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অমর শেখ, বোলপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ও আপামর বোলপুরের বিশিষ্টজনেরা।

শাসনে ইফতার মজলিশ ও সামগ্রী বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: ইসলামের শিক্ষায় হল অসহায় দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। ইসলামের সেই শিক্ষাকে সামনে রেখে আমাদেরকে কাজ করতে হবে বলে জানালেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক তথা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মুহাম্মদ কামরুজ্জামান সাহেব। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট থানার পারখড়িবাড়িতে গরিবের ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইফতার মজলিস ও গরীব দুঃস্থদের মাঝে ইফতার ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ বাবর হোসেন, পীরজাদা আমিনুল এহসান বাখতেয়ারী, মুহাম্মদ তারিফ, নূর হোসেন মোল্লা, সাগর বিশ্বাস, সামিন আলি, জাহাঙ্গীর আলি, শরিফুল মুন্সী, মোরসালিন মোল্লা সহ অন্যান্যরা।

'চোখ' সাহিত্য পত্রিকার অনুষ্ঠান

সেখ আব্দুল মান্নান ● কলকাতা

আপনজন: বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ই দুই বাংলার মেলা বন্ধনের সেতু 'চোখ' সাহিত্য পত্রিকা একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কলকাতা রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে 'জীবনানন্দ সভাঘরে'। গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দৈনিক সবার খবর পত্রিকার সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট প্রাণী বিশেষজ্ঞ তাপস অধিকারী। এদিন চোখ সাহিত্য সম্মানে সংবর্ধিত হন বরেন্য সাহিত্যিক শেখর বসু, অন্নদা শংকর স্মারকে ভূষিত হন যশস্বী ছড়াকার হাননান আহসান, বিদ্যাসাগর স্মারক প্রদান করা হয় সমাজ সেবক ব্রিজেশ সিং কে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় স্মারকে সম্মানিত হন মাধবী মজুমদার এবং শামসুর রহমান স্মারকে সম্মানিত হন কবি গোবিন্দ পান্তি ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাউড়িয়া জুটমিলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার ভোরে বাউড়িয়া জুটমিলের আধুনিক তাঁত S4 ডিপার্টমেন্ট আগুন লাগে , আগুন সর্টসার্কিট থেকে লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। 70 থেকে 80 টা আধুনিক মেশিন পুড়ে গেছে সঙ্গে তৈরি জুট কাপড়ের রোল প্রচুর পুড়ে নষ্ট হয়েছে ।

আগুন লাগার পর মিলের শ্রমিকরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় , শ্রমিকেরাই জল দিয়ে আগুন অনেক টাই নিয়ন্ত্রণে আনে, শেষে উলুবেড়িয়া থেকে দমকলের দুটি গাড়ি আসে আগুন পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে । না হলে আরও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারতো ।

আরও জানা যায় ঐ একই স্থানে দুই বছর আগে বড় ধরনের আগুন লেগেছিল ।

ঐ মিলের শ্রমিক নেতা রাজীব আলী লস্কর- ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জুট টেক্সটাইল ওয়াকস্ এর সাধারণ সম্পাদক বলেন সারা বছর জুটমিল গুলিতে ছোট খাটো আগুন লাগে তবে এবারের আগুন টায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে , কোন শ্রমিক আহত হয়নি । ধন্যবাদ মিলের শ্রমিক ভাইদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

নমঃশূদ্র লোক সংস্কৃতি উৎসব হুগলিতে

সমীর দাস ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার জনাই রোড জলাপাড়ায়। অনুষ্ঠিত হল 'নমঃশূদ্র লোক-সংস্কৃতি উৎসব'। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, চন্ডীতলা বিধানসভার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, জেলার বিসিডব্লু আধিকারিক তাপস বিশ্বাস চন্ডীতলা ব্লক ২ এর বিডিও অভিষেক দাস, হুগলী জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ সুবীর মুখার্জী, কুমোদ দাস, সুকান্ত বাকচী, সমর মধু, কৃষ্ণকন্ত রায়, মিঠুন রায়, রাজু কুন্ডু, সজল রায়, সুনিল হাজরা, বিমল বাকচী, নরেশ হালদার ও অন্যান্য। এছাড়া নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের একাধিক সদস্য ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় কৃতি সন্তান যারা আজ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরকে এই মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল।

রক্তের অভাব পূরণে এগিয়ে এলেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: রোগীদের সুবিধার জন্য এগিয়ে এলো পড়ুয়া চিকিৎসকেরা। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তের পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকায় সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এলো এমবিবিএস এর ছাত্রছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার এমবিবিএসের ১০ জন ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ইয়ামালের রোজা রেখে খেলায় আপত্তি নেই স্পেন কোচের

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আজ রাতে নেদারল্যান্ডসের মাঠে খেলবে স্পেন। ফিরতি লেগ আগামী রোববার স্পেনের মাঠে। দেশটির প্রথম মুসলিম ফুটবলার হিসেবে ম্যাচ দুটি রোজা রেখে খেলবেন লামিনে ইয়ামাল। এ নিয়ে প্রধান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের কোনো আপত্তি নেই।

গতকাল রাতে রটারডামে ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে দে লা ফুয়েন্তে ইয়ামাল প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা আমাদের কাছে পুরোপুরি স্বাভাবিক ব্যাপার। সে তার ক্লাবে (বার্সেলোনা) যে নীতিমালা, নিয়মকানুন অনুসরণ করছে, এখানেই তা-ই করবে। চিকিৎসা দল ও পুষ্টিবিদ তাকে খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে নির্দেশিকা দিয়েছে।'

উদীয়মান তারকা ইয়ামালের জন্ম স্পেনে হলেও তাঁর বাবা মুনির নাসরাউয়ি একজন মরক্কোন মুসলিম। ইয়ামাল তাঁর পৈতৃক পরিবারের সম্মানে মুসলিমদের পবিত্র মাস রমজানে রোজা পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে কদিন আগে জানায় স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা।

স্পেনকে ইউরো ও নেশনস লিগের শিরোপা জেতানো কোচ দে লা ফুয়েন্তে আরও বলেছেন, সব ধর্মের প্রতিই তাঁদের শ্রদ্ধা রয়েছে, 'সকল বিশ্বাসের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রয়েছে। সে খেলার জন্য একদম সেরা অবস্থায় আছে। যদিও আমি আগে কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। কিন্তু আপনাকে সব সময়ের মতো এগিয়ে যেতে হবে।'

ইয়ামালই স্পেন জাতীয় দলে খেলা প্রথম মুসলিম ফুটবলার নন। আদামা ত্রাওরে, আনসু ফাতি, মুনির এল হাদ্দাদিরাও ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

তবে ত্রাওরে ও ফাতি রমজান মাসে স্পেনের হয়ে এখনো কোনো ম্যাচ খেলেননি। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে স্পেনের হয়ে অভিষেক হয় মুনিরের। দেশটির জার্সিতে তিনি ওই এক ম্যাচই খেলেছেন। তবে সেই সময় রমজান মাস ছিল না।

ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়

৫৮ কোটি টাকা বোনাস পাচ্ছেন রোহিত-কোহলি-গম্ভীররা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে দলকে ৫৮ কোটি টাকা বোনাস দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। স্কোয়াডে থাকা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফ এবং নির্বাচক কমিটির সদস্যরা এই অর্থ পুরস্কার ভাগাভাগি করে নেবেন। দুবাইয়ে গত ৯ মার্চের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতে ভারত। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

বিসিসিআই আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, '২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতায় ভারতীয় দলের জন্য নগদ ৫৮ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতে পেরে বিসিসিআই আনন্দিত। এই আর্থিক স্বীকৃতি খেলোয়াড়, কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফ এবং ছেলেদের নির্বাচন কমিটির সদস্যদের জন্য সম্মানী।'

বিজ্ঞপ্তিতে বিসিসিআই আরও লিখেছে, 'অধিনায়ক রোহিত শর্মার দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে ভারত টুর্নামেন্টে (চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে) আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফাইনালে ওঠার পথে চারটি গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। দলটি তাদের অভিযান শুরু করে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেটের দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষেও ৬ উইকেটের অনায়াস জয়। (গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে) তারা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৪ রানের জয়ে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে এবং সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৪ উইকেটে পরাজিত করে।'

ভারতীয় দলে এখন যেন টাকার বৃষ্টি ঝরছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতে দলটি পেয়েছিল ২২ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা ২৭ কোটি ২২ লাখ টাকার বেশি। এবার বোর্ডের পক্ষ থেকে রোহিত-কোহলি-গম্ভীর-আগারকাররা পাচ্ছেন ৮১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। আর টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ১ কোটি ৫১ লাখ টাকা তো পেয়েছেই।

আইপিএলে ৩০০ রান দেখা যাবে এবারই ধারণা ডি ভিলিয়ার্স ও গিলের

আপনজন ডেস্ক: ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ৩০০ রান! এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। তবে ২০২৫ আইপিএলেই দেখা যেতে পারে বলে ধারণা শুবমান গিলের। একই ধারণা এবি ডি ভিলিয়ার্সেরও। এই ধারণা কিন্তু হাওয়া থেকে পাওয়াও নয়। সর্বশেষ আইপিএলের চিত্র আর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির তুলনায় আইপিএলে ব্যাটসম্যান-বান্ধব নানা নিয়মের কারণেই দলগত ৩০০ রান হওয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্টই।

এখন পর্যন্ত আইপিএল হয়েছে ১৭ বার। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ ইনিংসের ৯টিই ২০২৪ আসরের। গত বছর আইপিএলে আড়াই শ রানের ঘর ছোঁয়া ইনিংস দেখা গেছে ৯টি। ২৪০-এর বেশি রানের ইনিংস ছিল আরও তিনটি। এমনকি একটি ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দেওয়া ২৬২ রানের লক্ষ্য ৮ বল বাকি রেখে ছুঁয়ে ফেলেছিল পাঞ্জাব কিংস। গুজরাট টাইটানস অধিনায়ক গিল মনে করেন, আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম থাকায় প্রতিটি দলই একজন বাড়তি ব্যাটসম্যান বা বোলার ব্যবহার করতে পারায় বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। যা দলগুলোর ইনিংস বড় করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

জিও হটস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের ওয়ানডে দলের সহ-অধিনায়ক এ বিষয়ে বলেন, 'আইপিএলের খেলার গতি এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে, মনে হয় আমরা ম্যাচে ৩০০ রান দেখতেই পারি। গত বছর তো কয়েকবারই কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম আইপিএলে বাড়তি রোমাঞ্চ যোগ করেছে, যা বিনোদনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।'

এই মুহূর্তে আইপিএলে সর্বোচ্চ রান ২৮৭, যা গত বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তুলেছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অবশ্য ৩০০ রানের দুটি ইনিংস আছে। একটি ২০২৩ এশিয়ান গেমসে, মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের ৩১৪/৩। আরেকটি ২০২৪ সালে গাম্বিয়ার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের ৩৪৪/৪।

অবশ্য ভারতেও টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩০০ রানের দৃষ্টান্ত আছে। যেটা নতুনই। ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির ম্যাচে সিকিমের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ৩৪৯ রান করেছিল বরোদা। যা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় রানের বিশ্বরেকর্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, এবারের আইপিএলেই ৩০০ রান হওয়া খুবই সম্ভব।

জিও হটস্টারের সঙ্গে আলাপে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের বাইরে আরও কিছু কারণ তুলে ধরেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে আইপিএল ক্যারিয়ারের সেরা সময় কাটানো এই তারকা ব্যাটসম্যান। ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমরা কয়েকজন খেলোয়াড়ের মুখেই শুনেছি যে, এর কারণে প্রথম তিন ব্যাটসম্যান আরও বেশি ঝুঁকি নিয়ে খেলতে পারেন। এক দিক থেকে দেখলে এটা কিছুটা অন্যায্য। আমি এটা নিয়ে কিছুটা সমালোচনাও করেছি। বৃত্তের বাইরে মাত্র দুজন ফিল্ডার, টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের স্বাধীনতা বোলারদের কাজটা কঠিন করে দিয়েছে। তবে ব্যাটসম্যানদের জন্য ব্যাপারটা বেশ চমৎকার। আমরা এবারের আইপিএলেই ৩০০ রানের ঘরে ঢুকে যেতে পারি।' আগামী শনিবার ইডেন গার্ডেনে কলকাতা-বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের আইপিএল।

মেসি-দিবালার অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি কার

আপনজন ডেস্ক: মন্টেভিডিওর সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে আগামী শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্বাগতিক উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। চোটের কারণে এই ম্যাচ এবং ২৬ মার্চ ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন লিওনেল মেসি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটি ওঠে, আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি পরবেন কে? মেসির অনুপস্থিতিতে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার পাওলো দিবালা এর আগে ১০ নম্বর জার্সি পরেছেন। মার্চের দুটি ম্যাচে দিবালা আর্জেন্টিনা স্কোয়াডে থাকলেও তাঁর ১০ নম্বর জার্সি পরা হচ্ছে না। আসলে তাঁর মাঠেই নামা হচ্ছে না, কারণ, মেসির মতো দিবালাও চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন। মেসির পাশাপাশি নিকট অতীতে আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি পরা অন্য খেলোয়াড়টি দিবালাই। চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে গত বছর সেপ্টেম্বরে ১০ নম্বর জার্সি পরে বেঞ্চ থেকে মাঠে নেমেছিলেন রোমা তারকা। কিন্তু মেসির মতো দিবালাও বাঁ উরুতে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় আর্জেন্টিনার বর্তমান স্কোয়াডে শুধু একজনই আছেন, যাঁর অতীতে জাতীয় দলের ১০ নম্বর জার্সি পরার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আনহেল কোরেয়া। আর্জেন্টিনার সাংবাদিক গাস্তন এদুল জানিয়েছেন, আতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডের উরুগুয়ের বিপক্ষে ১০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামা নিশ্চিত। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আর্জেন্টিনার ভক্তরা বেশ আগে থেকে দাবি তুলেছেন, মেসির অনুপস্থিতিতে ১০ নম্বর জার্সি হুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার কিংবা লাওতারো মার্তিনেজকে দেওয়া হোক। শেষের জনও চোট পেয়ে আর্জেন্টিনার স্কোয়াড থেকে ছিটকে পড়েছেন। তবে ১০ নম্বর জার্সি ব্যবহার না করারও অতীত উদাহরণ আছে। ২০০৫ সালের আগস্টে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে মেসির অভিষেকের পর এ পর্যন্ত ২৮ ম্যাচে আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি দেখা যায়নি মাঠে। গাস্তন এদুলের কথা সত্য হলে অবশ্য উরুগুয়ে ও ব্রাজিল ম্যাচে সেই সম্ভাবনা নেই। মেসি আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি পরে প্রথম মাঠে নামেন ২০০৯ সালের ২৮ মার্চ ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। গত ১৬ বছরে মেসির বাইরে খুব কম খেলোয়াড় এই জার্সি পরার সুযোগ পেয়েছেন। মেসির অনুপস্থিতিতে এই জার্সি ৭ বার পরে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছেন আর্জেন্টিনার সাবেক স্ট্রাইকার সের্হিও আগুয়েরো। তিনবার পরেছেন কোরেয়া। দুবার করে পরেছেন আনহেল দি মারিয়া, এনজো পেরেজ, হেক্টর কানতেরোস, নিকোলাস গাইতান ও পাওলো দিবালা। মেসির গায়ে এই জার্সি ওঠার পর একবার করে তা পরার সুযোগ পেয়েছেন ফেদেরিকো ইনসুয়া, আরিয়েল ওর্তেগা (২০১০ সালে হাইতির বিপক্ষে তাঁর শেষ ম্যাচে), এরিক লামেলা, এভের বানেগা, হাভিয়ের পাস্তোরে, লুকাস মুগনি (মাঠে নামার সুযোগ হয়নি), ম্যাক্সিমিলিয়ানো মোরালেস, ওয়াল্টার এরভিতি ও ওয়াল্টার মন্তিলো। আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি আইকনিক মর্যাদা পেয়েছে ডিয়েগো ম্যারাডোনার মাধ্যমে। '৭৮ বিশ্বকাপজয়ী মারিও কেম্পেসও এই জার্সি পরেছেন, কিন্তু ১০ নম্বর জার্সির আবেদনকে বিশ্বের আনাচকানাচে পৌঁছে দিয়েছেন '৮৬ বিশ্বকাপ কিংবদন্তি ম্যারাডোনাই। গোল বানানোর পাশাপাশি গোল করা ও খেলা তৈরি করাই মূলত এই জার্সির খেলোয়াড়ের দায়িত্ব—প্লে মেকারের ভূমিকাই বেশি পালন করতে হয়। ম্যারাডোনার পর ওর্তেগা ও হুয়ান রোমান রিকেলমে বেশ কিছুদিন এই জার্সি পরেছেন। তারপর এলেন মেসি এবং ১০ নম্বর জার্সিটা বেশ আগে থেকেই তাঁর জন্য 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।'

সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপে জাপান

আপনজন ডেস্ক: প্রথম দল হিসেবে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে জাপান। আজ এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইয়ে বাহরাইনকে ২-০ গোলে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে পূর্ব এশিয়ার দেশটি। ২০২৬ সালের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় যৌথভাবে আয়োজিত হবে ফিফা বিশ্বকাপ। তিন স্বাগতিকের বাইরে জাপানই প্রথম দল, যারা এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে সেই বিশ্বকাপে। স্বাগিতক তিন দলের অবশ্য বাছাইপর্ব খেলতে হয়নি, জাপান ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে বাছাইপর্বের বৈতরণি পেরিয়ে। ২০২৬ বিশ্বকাপের ৪৮ দলের মধ্যে এশিয়া থেকে বাছাইপর্ব থেকে সরাসরি জায়গা পাবে ৮টি দল। একটি দল পাবে মহাদেশীয় প্লে-অফ জিতে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ। এশিয়ান অঞ্চলের

বাছাইয়ে তৃতীয় রাউন্ডে তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে ১৮টি দল। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পাবে। তিন গ্রুপের তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা দলগুলো খেলবে বাছাইপর্বের পরের রাউন্ডে। চতুর্থ রাউন্ডে ছয়টি দল খেলবে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে। দুই গ্রুপের সেরা দুটি দল জায়গা পাবে বিশ্বকাপে। দুই রানার্সআপ দল নিজেদের মধ্যে প্লে-অফ খেলবে। যে দল জিতবে, তারা খেলবে মহাদেশীয় প্লে-অফে।

'সি' গ্রুপের ছয় দলের মধ্যে প্রথম ছয় ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আগেই নিজেদের কাজটা এগিয়ে রেখেছিল জাপান। আজ জাপানের সাইতামা স্টেডিয়ামে বাহরাইনকে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে কোচ হাজিমে মোরিয়াসুর দল। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে দিয়াচি কামাদা এবং ৮৭ মিনিটে তাকেফুসা কুবো জাপানের হয়ে গোল দুটি করেন। এ জয়ের পর 'সি' গ্রুপে ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করেছে জাপান। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৭ ম্যাচে ১০। 'সি' গ্রুপে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও আছে সৌদি আরব (৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট), ইন্দোনেশিয়া (৭ ম্যাচে ৬), বাহরাইন (৭ ম্যাচে ৬) ও চীন (৬ ম্যাচে ৬)। জাপান ফিফা বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া নিয়মিত দলগুলোর একটি। ১৯৯৮ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলা জাপান ২০২৬ নিয়ে টানা অষ্টম বিশ্বকাপ খেলবে। সর্বশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে স্পেন, জার্মানির গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোয় খেলেছিল জাপান।

আইপিএলে কোন দল কেমন

টপ অর্ডারের ব্যাটিং আর রশিদের স্পিনে আশা গুজরাটের

আপনজন ডেস্ক

আরও একটা আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ থেকে। ১০ দলের এই আসরে এবার শিরোপা জিতবে কারা? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

অধিনায়ক: শুবমান গিল
কোচ: আশিস নেহরা
শিরোপা: ১টি (২০২২)
গুজরাট টাইটানস স্কোয়াড
স্কোয়াড: ২৫ জন
ভারতীয়: ১৮ জন
বিদেশি: ৭ জন
রিটেইনড (ধরে রাখা খেলোয়াড়): রশিদ খান, শুবমান গিল, সাই সুদর্শন, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াতিয়া
নিলামে কেনা: জস বাটলার, মোহাম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাদা, প্রসিধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দর, শেরফান রাদারফোর্ড, জেরাল্ড কোয়েটজি, গ্লেন ফিলিপস, সাই কিশোর, মহিপাল লোমরর, গুরনুর ব্রার, আরশাদ খান, করিম জানাত, জয়ন্ত যাদব, ইশান্ত শর্মা, কুমার কুশাগ্র, নিশান্ত সিন্ধু, মানব সুতার, অনুজ রাওয়াত, কুলবন্ত খেজরোলিয়া

শক্তি: গুজরাটের টপ অর্ডার শক্তিশালী। শুবমান গিলের সঙ্গে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা তারকা জস বাটলারকে। গত ৭ মৌসুম ধরে রাজস্থান রয়্যালসে খেলা এই ক্রিকেটারকে ১৫ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছে গুজরাট। তিনে খেলতে পারেন গত মৌসুমে ৫২৭ রান করা সাই সুদর্শন।

◆স্কোয়াডে আছেন গ্লেন ফিলিপস। কিউই এই ক্রিকেটার গুরুত্বপূর্ণ পজিশনগুলো ফিল্ডিং করে প্রতি ম্যাচে ১০-১৫ রান বাঁচানোর সামর্থ্য রাখেন।

◆খাতা-কলমে বোলিং লাইনআপও শক্তিশালী গুজরাটের। পেস বোলিং আক্রমণে দলটিতে কাগিসো রাবাদার সঙ্গে আছেন প্রসিধ কৃষ্ণা ও মোহাম্মদ সিরাজ। স্পিন বিভাগ সামলাবেন রশিদ খান, ওয়াশিংটন সুন্দর ও বাঁহাতি স্পিনার সাই কিশোর।

দুর্বলতা: মিডল অর্ডার নিয়ে ভুগতে পারে গুজরাট। এখানে ওই অর্থে বড় নাম নেই তাদের। গ্লেন ফিলিপস খেলতে পারেন চার নম্বরে। তবে তিনি তো গত মৌসুমে হায়দরবাদের হয়ে এক ম্যাচেও খেলার সুযোগ পাননি। এবার নতুন দলে দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। ফিলিপস ছাড়া মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করতে পারেন মহিপাল লমরর, ওয়াশিংটন সুন্দর বা শাহরুখ খান। শেরফান রাদারফোর্ডকেও দেখা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে বাদ দিতে হবে ফিলিপসকে।মিডল অর্ডারের দুর্বলতা প্রভাব ফেলতে পারে টপ অর্ডারে। বাটলারকে তিনে নামিয়ে ওপেনিংয়ে সাই সুদর্শনকেও পাঠানোর চিন্তা করতে পারে তারা। তিনে নেমে ইনিংস টানতে হতে পারে ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ককে, যা তাঁর ওপর ফেলতে পারে বাড়তি চাপ।

◆ রাবাদা নামের ওজন বড় হলেও আইপিএলে তিনি খরুচে। ২০২৩ সাল থেকে আইপিএলে ১৭ ম্যাচ খেলে এই পেসার উইকেট নিয়েছেন ১৮টি। ওভারপ্রতি রান খরচ করেছেন ৯.৩৩। সঙ্গে সিরাজ ও প্রসিধও কিপটে বোলার নন। চাপটা পড়বে রশিদের ওপরই।

প্রত্যাশা ও বাস্তবতা: গুজরাটের চোখ থাকবে শিরোপাতেই। সাবেক চ্যাম্পিয়ন বলে কথা! তবে বাস্তবতা বলছে, প্লে-অফে ওঠাটাই গুজরাটের জন্য কঠিন হতে পারে।

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ নাবাবীয়া মিশন
www.nababiamission.org
Cont : 9732381000
9732086786

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা
The Eco Palace
THE ADRESS OF YOUR DREAM RESIDENCE IN NEWTOWN
DEVELOPED BY NEXT GENERATION HOUSING PVT LTD.
DEVELOPED BY next GENERATION
10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE
Loan Facility Available
Amenities
• Club House • Green Zone
• AC GYM • Swimming Pool
• Kid's Play Area • Ladies Park
• Senior Citizen Park • Play Ground
• Departmental Store • Canteen
CONTACT US
8910055804 | 8910306750 | 9007369234 | 9830405211
Baligori, Near Unitech IT SEZ, Action Area II, Newtown, Kolkata-700156

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**